জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বিশ্বকর্মায় ছুটি

বিশ্বকর্মা পুজোয় এই প্রথম পূর্ণদিবস ছুটি ১৭ সেপ্টেম্বর। অর্থ দফতর বুধবার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বলেছে, শুধু সরকারি দফতর নয়, বন্ধ থাকবে সরকার অধীনস্থ সংস্থা, নিগম, পুরসভা, পঞ্চায়েত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

ফের অস্বস্তি

আজ এবং শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। শনিবার থেকে কমবে বৃষ্টির পরিমাণ। সপ্তাহান্তে ফের অস্বস্তি। উত্তরবঙ্গে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা

ফেডারেশনের বিরুদ্ধে করা পরিচালকদের মামলা খারিজ

মাদ্রাসায় গ্রুপ-ডি-তে নিয়োগের নির্দেশ কোর্টের, ফলাফল শীঘ্র

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১০৯ • ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ • ২৫ ভাদ্র ১৪৩২ • বৃহস্পতিবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 21, Issue - 109 • JAGO BANGLA • THURSDAY • 11 SEPTEMBER, 2025 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

উত্তরের আট জেলায় পাট্টা বিলি ■ জলপাইগুড়িতে পরিষেবা প্রদান
আলিপুরদুয়ারে চা-সুন্দরী প্রদান ■ উদ্বোধন-শিলান্যাস নানা প্রকল্পের

বাংলা চলবে না দিল্লির কথায়

প্রতিবেদন : বাংলা চালাবে বাংলাই, দিল্লি নয়। বুধবার, জলপাইগুড়িতে পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান থেকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধায়। তাঁর স্পষ্ট কথা, বাংলায় কথা বললেই অত্যাচার করা হচ্ছে! পুশ করে দেওয়া হচ্ছে! কী অপরাধ বাংলার? এভাবে তোমরা বাংলাকে কন্ট্রোল করতে পারবে না। শুনে রাখো বাংলাই বাংলা চালাবে, দিল্লি নয়। একইসঙ্গে তিনি বিজেপি-শাসিত রাজ্যে আক্রান্ত বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের ফের ফিরে আসার আহ্বান জানান। সরব হন কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়েও।

বাংলার অস্মিতা মনে করিয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমিও দেখতে চাই ওরা কত অত্যাচার করতে পারে! আমি বলব বেশি করে মাতৃভাষায় কথা বলুন। সাহস কম নয়, অসম থেকে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়িতে নোটিশ পাঠাচ্ছে! এসব বরদাস্ত করব না। আমরা ইতিমধ্যেই ২৪ হাজার পরিযায়ী পরিবারকে রাজ্যে ফিরিয়ে এনে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছি। আমাদের বাংলায় দেড় কোটি বাইরের রাজ্যের মানুষ থাকেন, তাঁদের সরকারি পরিষেবা দিই আমরা। অথচ ডবল ইঞ্জিন সরকার আমাদের পরিযায়ী ভাইবোনদের মেরে তাড়ায়। (এরপর ৭ পাতায়)

■ পড়ুয়ার হাতে পরিষেবা দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী, পাশে অরূপ বিশ্বাস।

■ জলপাইগুড়ির পথে রাস্তার দু'ধারে উচ্ছ্বসিত মানুষ। হাত মেলালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার।

নেপাল : ফেরানো হবে বাংলার নাগরিকদের

প্রতিবেদন : নেপালের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী মঙ্গলবার রাতভর জেগেছিলেন। সারাক্ষণ মনিটরিং করেন। বুধবার সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানের পর ফের মুখ্যমন্ত্রী বললেন, যারা নেপালে আটকে রয়েছে তাদের ফিরিয়ে আনা হবে। পরিস্থিতি দু-একদিনের মধ্যেই স্বাভাবিক হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। অনেকে যোগাযোগ করছেন। অনেকে পর্বতারোহণেও যান। সকলের সঙ্গেই কথা হচ্ছে। পরিস্থিতি অনুযায়ী কলকাতায় ফেরার দিন ঠিক হবে। নেপালের পরিস্থিতি প্রসঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি থেকে কলকাতায় ফিরে বলেন, এ-ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী আগেই বলেছেন কেন্দ্রের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করবে রাজ্য সরকার। এক্ষেত্রে অন্য মতের প্রশ্ন নেই। আমরা চাই নেপালে শান্তি ফিরুক।

নেপালে বামেদের জোট সরকার। তবে গোটা পরিস্থিতি তাঁকে পীড়া দিয়েছে। রাতে উত্তরকন্যায় বসে ঘটনা নিয়ে কবিতাও লিখেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট কথা, জীবন্ত মানুষকে জ্বালিয়ে (এরপর ৭ পাতায়)

রাত জেগে উত্তরকন্যায়

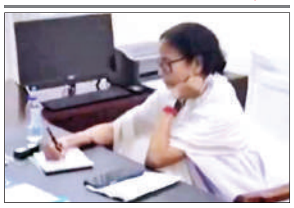

সাড়া দিলেন না বালেন্দ্র, তবে কি কার্কি!

প্রতিবেদন : মঙ্গলবারের তুলনায় নেপাল শান্ত। নতুন করে সংঘর্ষের খবর নেই। কাঠমান্ডু ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা জুড়ে পোড়া বাড়ি, পোড়া গাড়ি, ভাঙচুর আর ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন। মঙ্গলবার সেনা হাত গুটিয়ে থাকলেও পরিস্থিতি শান্ত হতেই তারা রাস্তায়। স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফেরাতে হঠাৎ যেন উদ্যোগ শুরু হয়েছে। এর মাঝেই জেন-জির প্রায় ৫ হাজার সদস্য ভার্চুয়াল বৈঠক করেন। দেশের দায়িত্ব কার হাতে দেওয়া হবে সে নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। প্রথমেই কাঠমান্ডুর মেয়র বালেন্দ্র শাহর নাম আসে। তাঁর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে সাড়া মেলেনি। তখন বাধ্য হয়েই পরবর্তী নামগুলি নিয়ে (এরপর ৭ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

বাঁধন

মায়ার বন্ধনে অকাল বোধন
ঝরে গেলে পাতা
বৃক্ষ করে অরণ্যে রোদন
মায়ার জালে সবার বাঁধন।

প্রিয়জন হারিয়ে গেলে
বাগে রাখা মনকে অসাধ্য সাধন
জটাধারী গাছের জট
জটই পরিবার, জট হয় স্বপন।।

শীত চলে গেলেই
মনে পড়ে শীতের নাচন
শস্যপূর্ণ জমিতে চাষি
শস্য চাষির সবচেয়ে আপন।।

ভুখা শ্রমিকের আর্তনাদে
মালিক বাঁচে, হয় শ্রমিকের নির্বাসন
শিশুহারা মাতৃক্রোড়
মাতৃসাধনায় হয় বিরাগভাজন।।

ফুল ছাড়া মালা
হয়না ফুল সম্ভারে মণিরতন
পরিবার ছাড়া একা
একান্তে গমন।।

কোটি কোটি খরচ করে ভোট কিনেছে বিজেপি

প্রতিবেদন : উপরাষ্ট্রপতি ভোট নিয়ে বিজেপিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভার দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। স্পষ্ট ভাষায় বললেন, উপরাষ্ট্রপতি ভোটে জেতার জন্য দেদার টাকা ছড়িয়েছে সরকার। এক-একজন এমপিকে কিনতে ১৫-২০ কোটি টাকা খরচা করা হয়েছে বলে খবর এসেছে। দিল্লি থেকে ফিরে কলকাতায় নেমেই বিস্ফোরক অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

অভিষেক বলনে, টাকায় পণ্য বিক্রি হয়। যাঁরা মানুষের কথা বলার জন্য পার্লামেন্টে গিয়েছিলেন, তাঁরা যদি মানুষের আবেগকে বিক্রি করেন, তাহলে মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। জনপ্রতিনিধি বিক্রি হতে পারেন, মানুষ বিক্রি হন না। মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড-সহ একাধিক জায়গায় আমরা দেখেছি টাকা দিয়ে এমএলএ কেনাবেচা করে সরকার পাল্টেছে। বিজেপির এই টাকার খেলা আমরা ২০১২-এর নির্বাচনেও দেখেছি। পোলিং এজেন্ট কেনার জন্য টাকা ছড়িয়েছিল। বাংলার মানুষ ওদের উচিত জবাব দিয়েছেন। টাকা নিয়েছেন, আর ভোট দিয়েছেন তৃণমূলকে। (এরপর ৭ পাতায়)

তারিখ অভিধান

১৮৯৩

১২৯ বছর আগে এই দিনেই আমেরিকার শিকাগো শহরে বিশ্বধর্মসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দের ‘শিকাগো বক্তৃতা’ সাড়া ফেলে দিয়েছিল। ১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বরে সেই বিশ্বধর্মসম্মেলনে ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের পরমপ্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি সনাতন হিন্দুধর্মের কথা তুলে ধরতে গিয়ে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও গ্রহিষ্ণুতার নতুন বার্তা তুলে ধরেছিলেন। বর্তমানে ভারতের কোনও কোনও রাজনৈতিক দল যেভাবে তথাকথিত হিন্দুধর্মের স্বরূপ তুলে ধরে অসহিষ্ণু মনোভাব ছড়িয়ে দিচ্ছে তার সঙ্গে বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার কোনও মিল খুঁজে পাওয়া ভার। সেদিন তাঁর সেই বাণী প্রচারের জন্য ছিল না ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটসঅ্যাপ বা ইনস্টাগ্রামের মতো কোনও মাধ্যম। তা সত্ত্বেও শুধুমাত্র মুদ্রিত সংবাদপত্রের ওপর নির্ভর করে তাঁর সেই বার্তা খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমেরিকা তথা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল।

১৯৭০

কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য (১৯৭০-২০১৭) এদিন জন্ম নেন। তিনি একজন ভারতীয় বাঙালি লোকসংগীত শিল্পী, সংগীত পরিচালক ও লোকসংগীত গবেষক। শিলচরের ভূমিপুত্র, তবে পড়াশোনা এবং গানের সূত্রে বাস করতেন কলকাতায়। আজীবন বুকে লালন করেছেন মাটির ঘ্রাণ। তাঁর তৈরি করা গানের দল ‘দোহার’।

১৯৪৮

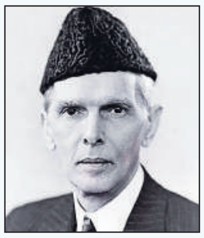

মহম্মদ আলি জিন্না (১৮৭৬-১৯৪৮) এদিন মারা যান। তিনি একজন গুজরাটি বংশোদ্ভূত আইনজীবী, রাজনীতিবিদ ও পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯১৩ সাল থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সালের ১৪ অগাস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা পর্যন্ত জিন্না নিখিল ভারত মুসলিম লিগের নেতা ছিলেন। স্বাধীনতার পর তিনি পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল হন এবং আমৃত্যু এই পদে বহাল থাকেন। পাকিস্তানে তাঁকে কায়েদে আজম (মহান নেতা) ও বাবায়ে কওম (জাতির পিতা) হিসেবে সম্মান করা হয়।

২০০১

এদিন মাত্র ১০২ মিনিটে বদলে গিয়েছিল আমেরিকা। বদলে গিয়েছিল সারা পৃথিবী। আল কায়দার বিমান হামলায় ভেঙে পড়েছিল নিউ ইয়র্কে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের টুইন টাওয়ার। ২০০১-এর ১১ সেপ্টেম্বরের সেই হামলায় নিহত হন প্রায় ৩,০০০ মানুষ। এখন স্ট্যাচু অব লিবার্টির পটভূমিতে মাথা তুলেছে নতুন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার।

২০১১

ফ্লাইং অফিসার অঞ্জলি গুপ্তা (১৯৭৫-২০১১) এদিন মারা যান। ভারতীয় বিমানবাহিনীর একজন অফিসার ছিলেন। তিনি ভারতের প্রথম মহিলা অফিসার, যাঁকে কোর্ট মার্শালের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। তিনি বেঙ্গালুরুতে ভারতীয় বিমানবাহিনীর এয়ারক্রাফট সিস্টেমস অ্যান্ড টেস্টিং এস্টাবলিশমেন্টে কর্মরত ছিলেন।

১৯০৮

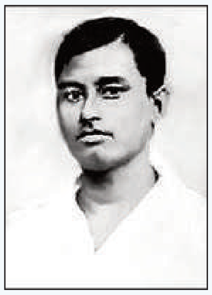

বিনয়কৃষ্ণ বসু (১৯০৮-১৯৩০) এদিন ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতা রাইটার্স বিল্ডিং-এর ‘অলিন্দ যুদ্ধে’র বীরত্রয়ীর অন্যতম নেতা। ডাক্তারি পড়ার সময় তিনি ঢাকার কুখ্যাত পুলিশ অফিসার লোম্যানকে হত্যা করেন। এর পর দীনেশ গুপ্ত ও বাদল গুপ্তকে নিয়ে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে গিয়ে কারাধ্যক্ষ ও স্বরাষ্ট্র সচিব সিম্পসনকে হত্যা করেন। পুলিশ তাঁকে ঘিরে ফেললে ধরা না দিয়ে গুলির লড়াই চালিয়ে যান। গুলি ফুরিয়ে গেলে বিষ খেয়ে ও মাথায় গুলি চালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ব্যান্ডেজ আলগা করে ক্ষতস্থানে আঙুল ঢুকিয়ে ক্ষত বিষাক্ত করে তুললে তাঁর মৃত্যু হয়।

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান

■ আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কার্যক্রমে বুধবার কোদালিয়া ২ নং পঞ্চায়েতের ১১২, ১১৩ এবং ১৩৩ নম্বর বুথে উপস্থিত থেকে শিবিরের কাজ খতিয়ে দেখেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ নির্মাল্য চক্রবর্তী।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৯২

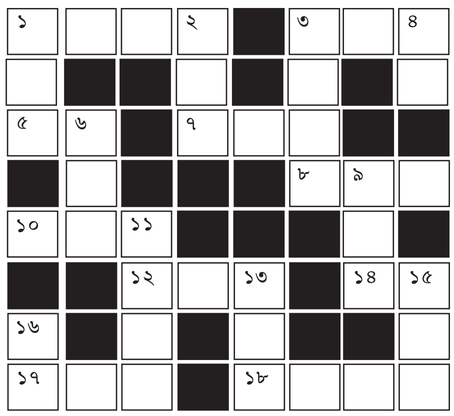

পাশাপাশি : ১. প্রেরণা ৩. শৌর্য, বিক্রম ৫. খোসা ৭. সর্বদা, বারংবার ৮. নানা ১০. বধকারী, জল্লাদ ১২. উদ্দিষ্ট ১৪. বিশ্ব, ভুবন ১৭. ছোট শহর ১৮. যে ব্যক্তি দম্ভপূর্ণ কথা বলে।

উপর-নিচ : ১. ছাপিয়ে পড়া ২. প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ৩. জঘন্য, অত্যন্ত ঘৃণ্য ৪. দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা ৬. ক্ষান্ত ৯. ক্ষতি, লোকসান ১১. তারস্বর ১৩. নাচওয়ালির দল ১৫. স্বার্থ, প্রয়োজন ১৬. তাচ্ছিল্য।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৯১ : পাশাপাশি : ১. গৈরিকপতাকা ৬. রব ৮. হরণ ৯. জলজ্যান্ত ১০. গলাকাট ১২. কুহিল ১৩. রাজ ১৫. মাথায় মাথায়। **উপর-নিচ :** ২. রিঙ্গন ৩. পড়িবাজ ৪. কার ৫. দেহত্যাগকরা ৭. বসন্ততিলক ১১. টায়টায় ১২. কুকথা ১৪. জমা।

১০ সেপ্টেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০৯৬৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১০২০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০৪৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১২৫০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১২৫১০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.০৯	৮৭.৫৯
ইউরো	১০৪.৪৯	১০২.৫৪
পাউন্ড	১২০.৮৬	১১৮.৬১

নজরকাড়া ইনস্টা

■ কৌশানী, সঙ্গে নিখিল জৈন

■ মধুমিতা সরকার

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও’ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

11 September, 2025 • Thursday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বৃহস্পতিবার

জলপাইগুড়িতে প্রশাসনিক জনসভা ও জনসংযোগে মুখ্যমন্ত্রী

রাস্তায় বৃদ্ধকে চিনতে পেরে কনভয় থামালেন মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয়। এগিয়ে আসেন এক বৃদ্ধ। কিছু বলতে চান মুখ্যমন্ত্রীকে— এমনটা ওই বৃদ্ধ জানাতেই গাড়ি থামান মুখ্যমন্ত্রী। নেমে আসেন গাড়ি থেকে। দেখেই চিনতে পারেন বৃদ্ধকে। হাতজোড় করে প্রশ্ন করেন, সমস্যার সমাধান হয়েছে তো? ওই বৃদ্ধের নাম রাজেন রায়। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা তিনি। আগেই সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন তিনি। সমাধানও মিলেছে। বুধবার সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে জলপাইগুড়িতে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় থামান বৃদ্ধ। এদিকে রাজেনবাবুকে দেখেই চিনতে পারেন মানবিক মুখ্যমন্ত্রী। বৃদ্ধ মুখ্যমন্ত্রীকে বলেন, বাংলার ভরসা একমাত্র আপনি। এরপর মুখ্যমন্ত্রীকে বাংলার বাড়ি নিয়ে কিছু সমস্যার কথা জানান বৃদ্ধ। দ্রুত সমাধান হবে বলে কথা দেন মুখ্যমন্ত্রী। আশ্বাস পেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন রাজেন। তিনি আশাবাদী, এবারও সমস্যা মিটে যাবে।

মা ভবানী, দেবী চৌধুরানি মন্দিরের সংস্কারে উদ্যোগ

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: ধর্মীয় পর্যটনে জোর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পর্যটকদের আকর্ষণ বৃদ্ধিতে ধর্মীয় স্থানগুলির সংস্কারও চলছে। জলপাইগুড়ির মা ভবানী, দেবী চৌধুরানি মন্দিরের সংস্কারের জন্য ইতিমধ্যেই বরাদ্দ করা হয়েছে। কাজ শীঘ্রই শুরু হবে বলে বুধবার জলপাইগুড়ির প্রশাসনিক সভা থেকে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান, দেবী চৌধুরানি মন্দিরের উন্নয়নের জন্য ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় বরাদ্দ মঞ্জুর করা হয়েছে এবং মন্দির কর্তৃপক্ষের আবেদন অনুসারে সব দাবি পূরণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। একইভাবে তিনি উল্লেখ করেন মা ভবানী মন্দিরেরও। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মা ভবানী ও দেবী চৌধুরানি মন্দিরের উন্নয়নে যা দরকার তা আমরা করছি। আবেদন করা হয়েছে, সেই আবেদন অনুযায়ী বরাদ্দও দিয়েছি। দ্রুত কাজ শুরু হবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, উত্তরবঙ্গে ধর্মীয় স্থানের সংস্কারে রাজ্য সরকার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। জল্পেশ মন্দিরের স্কাইওয়াক ইতিমধ্যেই বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। পাশাপাশি জলপাইগুড়ির দেবী চৌধুরানি মন্দির, মা ভবানী মন্দির-সহ একাধিক মন্দির সংস্কারের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। গত আট বছরে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ৩৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৫৭টি মন্দির সংস্কার করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৫০টি প্রকল্পের জন্য সম্পূর্ণ অর্থ বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার। ধর্মীয় পর্যটন উন্নয়নের পাশাপাশি স্থানীয় অর্থনীতিকে উন্নত করাই এই প্রকল্পগুলির মূল লক্ষ্য।

উন্নয়ন ও প্রকল্প-পরিকল্পনা

জলপাইগুড়িতে ৪০০ কোটি টাকার প্রকল্প উদ্বোধন ও শিলান্যাস। ১.৫৫ লক্ষ মানুষ সরাসরি সুবিধা পাবেন। ১১,৬০০ পাট্টা বিতরণ।

- হড়পা বানে ক্ষতিগ্রস্ত ৯৮ পরিবারকে পাট্টা।
- ২০১১ সাল থেকে মোট ৬.৫৬ লক্ষ পাট্টা বিতরণ হয়েছে।
- লঙ্কাপাড়া চা-বাগানে ১,১৬৬ পরিবারের হাতে চা-সুন্দরীর চাবি।
- আলিপুরদুয়ারে ২,৯৬৯ ঘর তৈরি হয়েছে।
- চা-শ্রমিকদের জন্য ২০ শতাংশ বোনাস ঘোষিত হয়েছে।
- জলপ্রকল্পে ৭৬ শতাংশ গ্রামীণ ও ৭৮ শতাংশ শহুরে পরিবারকে পাইপলাইনে জল।
- ১.৮৭ কোটি মানুষকে ৬৫,০০০ কোটি টাকায় জল সরবরাহ।
- ‘চোখের আলো’ প্রকল্পে ৩,৪২০ জনকে চশমা।
- ‘ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ডে’ ৪ লক্ষ ৪৯ হাজার আর্থিক সহায়তা।
- প্রতিবন্ধী শংসাপত্র, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড, জাতিগত শংসাপত্র প্রদান।
- মৎস্যচাষে আধুনিক সরঞ্জাম।
- জেলায় ২৯টি সৌরচালিত ভূগর্ভস্থ জলপ্রকল্প, ১৫ জলস্ট্যান্ড।
- নাগরাকাটা সড়কে পুরনো সেতুর পরিবর্তে নতুন সেতু নির্মাণ।
- রাজারহাট, ধূপগুড়ি ব্লক, খুটমারি নদীর উপর সেতু।
- মাল, বানারহাট, নাগরাকাটা ব্লকের বিভিন্ন স্থানে রাস্তা সংস্কার।
- গ্রামীণ এলাকায় সৌরচালিত আলোর ব্যবস্থা।
- খাল পরিষ্কার, স্কুলে শৌচাগার নির্মাণ, পুকুর সংস্কার।
- জলপাইগুড়ি জেলা সদর হাসপাতালে আধুনিকীকরণ।
- গ্রামীণ বিদ্যুৎ সংযোগ সম্প্রসারণ, স্বাস্থ্য সচেতনতা কেন্দ্র।
- স্কুল উন্নয়নের জন্য ভবন সংস্কার, গ্রামীণ ক্রীড়া কেন্দ্র স্থাপন।
- কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নারী স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য বিশেষ প্রকল্প।
- কৃষকদের আধুনিক যন্ত্রপাতি, উন্নত বীজ ও সার সরবরাহ।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কেনাবেচা

উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপির নোংরা রাজনীতি আর একবার প্রকাশ্যে নিয়ে এল তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশ নিয়ে দিল্লি থেকে কলকাতা ফিরেই কড়া ভাষায় তোপ দাগেন বিজেপির বিরুদ্ধে। যে অভিযোগটি তুলেছেন তা মারাত্মক। বিজেপির যদি সৎসাহস থাকে তাহলে তার বিরোধিতা করবে, প্রকাশ্যে বিবৃতি দেবে। আর তা যদি না হয় তাহলে স্পষ্ট হয়ে যাবে অভিষেকের অভিযোগ ২০০ শতাংশ যথার্থ। কী অভিযোগ তুলেছেন অভিষেক? অভিষেক বলেছেন, এবার দিল্লিতে উপরাষ্ট্রপতি ভোটে অংশ নিতে গিয়ে তিনি বেশ কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাতে পরিষ্কার হয়েছে সমর্থন কিনতে এমপি প্রতি ১৫ থেকে ২০ কোটি টাকা নাকি খরচ করেছে বিজেপি। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের এই মন্তব্যের বিরোধিতা করার ক্ষমতা নেই বিজেপির। তার কারণ, মহারাষ্ট্রে সমর্থন কিনতে প্রকাশ্যে এমএলএ কেনা-বেচা করেছে বিজেপি। মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানাতেও একই জিনিস। বাংলায় বুথ এজেন্টদের কিনতে পয়সা ছড়িয়েছিল। সেই বিজেপি কী করে অস্বীকার করবে টাকা দিয়ে সমর্থন কেনার অভিযোগ। দেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিটাকে এই ১২ বছরে বিজেপি কার্যত ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। বিজেপির মুখে গণতন্ত্রের কথা আসল নির্ভেজাল মিথ্যাচার। মানুষ বুঝতে পারেন।

মেট্রো-যাত্রার বিভীষিকা

মেট্রো রেলের বিন্যাস শহর কলকাতা তথা রাজ্যবাসীর যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য এক ঐতিহাসিক ব্যবস্থা। কলকাতা মেট্রোর সম্প্রসারণের পর এমনটাই দাবি করেছে মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ। বহু প্রতীক্ষার পর সম্প্রতি কলকাতা মেট্রো সরাসরি হাওড়া থেকে সেক্টর ফাইভ, বিমানবন্দর এবং বেলেঘাটা পর্যন্ত ট্রেন চালু করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয়, কলকাতা মেট্রোকে একই সূত্রে বাঁধার পর মানুষের আবেগ ছিল যথেষ্ট পরিমাণ, কিন্তু মেট্রো রেলের পরিকাঠামো সেই পরিমাণ ছিল কি? সম্প্রতি, ব্লু লাইনে নিত্যযাত্রীদের পরিস্থিতি ভয়াবহ অবস্থায় পরিণত হয়েছে। একাধিক স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম থেকে মেট্রো ছাড়তে পারছে না। শিয়ালদা কিংবা এসপ্ল্যানেড কিংবা হাওড়া স্টেশনে ভিড় অত্যধিক হয়ে উঠছে অফিস টাইমে। ঠাসাঠাসি ভিড়ে গেট বন্ধ করাও দায় হয়ে উঠেছে। ফলে নাগরিক পরিষেবা যেমন হচ্ছে ক্ষুণ্ণ তেমনি সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে দিনে দিনে। যে পরিমাণ নিত্যযাত্রী সেই তুলনায় মেট্রোরেলের পরিষেবা এবং পরিকাঠামো কোনওটাই এখনও সঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারেনি মেট্রোরেল। এর ফলে প্রায়শই এই ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে নিত্যযাত্রীদের। এই পরিস্থিতি নিয়ে সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে অর্থাৎ নিত্যযাত্রীদের সঙ্গে কথা বললে তারা জানান, ট্রেনে চাপলে দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরিস্থিতি। কখনও কখনও অসুস্থ পর্যন্ত হয়ে পড়ছেন বয়স্ক মানুষরা। আর শিশু হলে তো কথাই নেই। মেট্রোর দরজা বন্ধ হয়ে যাবার পর ভয়ানক ভাবে হাঁসফাঁস অবস্থা তৈরি হচ্ছে এবং অক্সিজেনের ঘাটতি পর্যন্ত ঘটছে। ভোটের বাজারে মেট্রোরেল কোনওরকম সঠিক পরিকাঠামো ও পরিকল্পনা না নিয়েই এই ধরনের সম্প্রসারণের কাজ করেছে বলে আমাদের ধারণা। প্রতিদিনই নিত্যযাত্রীদের ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে টিকিট কাউন্টারগুলিতে। টিকিট কাটার পর প্ল্যাটফর্মেও প্রচণ্ড ভিড়। নেই কোনও পরিকাঠামো, নেই কোনও সুব্যবস্থাও। যার ফলে চরম ভোগান্তি সাধারণ মানুষের। কিন্তু মেট্রো রেলের আয়ের গ্রাফ যথেষ্ট ঊর্ধ্বমুখী পূর্বের তুলনায়। এটাই মোদি প্রশাসনের বেআব্রু চিত্র।

—কৃষ্ণেন্দু সিনহা, বাগুইআটি, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

কৃষ্ণকলি আর নেই রয়ে গেল তাঁর স্মৃতি

প্রয়াত তৃণমূল কংগ্রেসের অধ্যাপক সংগঠন ওয়েবকুপার সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণকলি বসু। ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু রবীন্দ্রনাথ কলেজের ইংরেজির অধ্যাপিকা ছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে শিক্ষামহল এবং রাজনৈতিকমহলে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। সেই ছায়ারই প্রসৃতি পরিস্ফুট আজকের এই নিবন্ধে। লিখেছেন **ড. শিবরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়**

কৃষ্ণকলি আর নেই। অধ্যাপক কৃষ্ণকলি বসু ওয়েবকুপার (West Bengal College and Univesity Professor's Association) প্রথম প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি (সভানেত্রী)। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজের (ব্যারাকপুর) ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপিকা ছিলেন। মৃত্যুর সময় ৬৩ বছর বয়স হয়েছিল। প্রাক্তন কংগ্রেসি পরিবারের মেয়ে ছিলেন। ওঁর দাদা সুশোভন বসু আমার রাজনৈতিক সহকর্মী ছিলেন। সুশোভন সুব্রত মুখার্জির অত্যন্ত বিশ্বস্ত সহকর্মী ছিলেন। কলকাতা পুরসভার পুরপিতা ছিলেন সুশোভন। সান্ধ্য খাবার খাওয়ার সময় অকস্মাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সুশোভনের অকালমৃত্যু হল। সেই রাত্রিটি আমাদের কাছে খুবই বেদনার ছিল। দক্ষিণ কলকাতার পদ্মপুকুরে কৃষ্ণকলিদের যৌথ পরিববার। কৃষ্ণকলিকে আমি ওঁর ১০/১১ বছর থেকে চিনতাম। সুব্রতর (মুখার্জি) সঙ্গে ওঁদের বাড়িতে মাঝেমধ্যে যেতাম। সুশোভনের সঙ্গে কথা হত। কৃষ্ণকলি খুব সাহসী ও ডনপিটে ছিল। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলা করত, আবার মারামারিও করত! কখনও-কখনও মারপিটের মাত্রা এমন পর্যায় যেত যে দাদা সুশোভনের পক্ষে সামাল দেওয়া সম্ভব ছিল না। তখন সুব্রত মুখার্জি হস্তক্ষেপ করে গোলমাল মেটাতেন। দু-একবার আমিও সুব্রতদার সঙ্গে গিয়ে পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করতাম। কৃষ্ণকলি বরাবরই মেধাবী ছাত্রী ছিল। যতদূর জানি, লেডি ব্রের্বোন কলেজ থেকে ইংরেজি অনার্সে খুব ভাল নম্বর পেয়ে স্নাতক হয়। তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ ডিগ্রি লাভ করে। কলেজ সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজে অধ্যাপনার চাকরি পায়। পুরোপুরি নিজের যোগ্যতায়। প্রথম থেকেই কৃষ্ণকলি অধ্যাপক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বামফ্রন্ট তথা সিপিএম-বিরোধী প্রার্থী হিসাবে ওয়েবকুটার (WBCUTA) কার্যকরী কমিটির সদস্য ছিল। বরাবরই কৃষ্ণকলি সাহসী ছিল। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে সিপিএমের সঙ্গে কৃষ্ণকলি টক্কর দিতে শুরু করল। ওয়েবকুটা ছিল সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সংগঠন। অধ্যাপকদের দুটো সংগঠন রয়েছে— একটি সিপিএম-প্রভাবিত সংগঠন অপরটি সিপিএম-বিরোধী সংগঠন। শেষোক্ত সংগঠনটির নাম— নিখিলবঙ্গ রাজ্য সরকারি কলেজ শিক্ষক সমিত (All Bengal State Government College Teacher's Association)। ২০১১-তে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে স্বাভাবিক কারণে সংগঠনটি সংখ্যায় ও ভারে বেড়েছে। ১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে আমরা মুষ্টিমেয় কয়েকজন অনেক ঝুঁকি সত্ত্বেও এই সংগঠনের সক্রিয় সদস্য ছিলাম।

সেই অন্ধকারময় বামফ্রন্টের চরম অত্যাচারের দিনগুলিতে ওয়েবকুটার যে কয়েকজন বামফ্রন্ট-বিরোধী নেতা আমাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন, কৃষ্ণকলি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এই তথ্য সম্ভবত অনেকের জানা নেই। যাঁরা জানতেন, কালের নিয়মে প্রায় সকলেই প্রয়াত।

তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর দলনেত্রী

কৃষ্ণকলি বসু

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই শতাব্দীর একদম প্রথম দিকে দলের শিক্ষাসেল প্রতিষ্ঠিত হল, যার নেতৃত্বে ছিল শ্রদ্ধেয়া সুপ্রিয়াদি (চট্টোপাধ্যায়) খুব পুরনো রাজনৈতিক নেত্রী। আমরা খুবই তাঁকে মানতাম। আজ তিনি নেই। হাজরা মোড়ের কাছে একটা ছোট ঘরে সুপ্রিয়াদি-সহ আমরা কয়েকজন বসতাম। স্কুলের শিক্ষকেরাই বেশি আসতেন। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে চিত্ত (মণ্ডল), বিনয় (চক্রবর্তী) আমি এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন।

২০১১ সালে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নিলেন, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের জন্য একটি নতুন সংগঠন তৈরি করতে হবে। কৃষ্ণকলিকে যথাযথভাবে দায়িত্ব দেওয়া হল। ইতিমধ্যে সুপ্রিয়াদি ভালরকম অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। নতুন সংগঠনের নাম মুখ্যমন্ত্রী নিজেই ঠিক করলেন —West Bengal College and University Prefessors' Association (ওয়েবকুপা)। তৃণমূল ভবনের আগের বাড়ির একতলার হলঘরে আমাদের বসবার স্থান নির্ধারিত হল। বৃহস্পতি ও শনিবার। বিকেল ৪টা থেকে ৬টা। উৎসাহের অন্ত ছিল না। বহুসংখ্যক অধ্যাপিকা-অধ্যাপক আসতেন। সংগঠন প্রতিষ্ঠার পর বিভিন্ন জেলা থেকে আগত অধ্যাপক-প্রতিনিধিদের নিয়ে তৃণমূল ভবনে একটি সম্মেলন হয়েছিল। সেই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কত অধ্যাপক যে বৃহস্পতি ও শনিবার আসতেন, তার ইয়ত্তা ছিল না। সকলের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। নাম উল্লেখ করলে কিছু নাম বাদ পড়তে পারে। সেটা অবিচার করা হবে। এই বৈঠকগুলির মধ্যমণি ছিল কৃষ্ণকলি। ওয়েবকুপা তৈরির প্রথম দিকে কৃষ্ণকলিকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল। জেলায় জেলায় ঘুরে ইউনিট (Unit) তৈরি করতে হয়েছিল। দু-একটি জায়গায় আমিও সঙ্গে ছিলাম। যেমন, ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, বোলপুর ইত্যাদি। আরও কয়েকজন নিষ্ঠাবান সহকর্মী সঙ্গী হিসাবে ছিলেন। নাম উল্লেখের প্রাসঙ্গিকতা নেই। তবে একটা সমস্যার সৃষ্টি হল। ২০১১-এর পরে জলস্রোতের মতো শিক্ষকেরা ওয়েবকুপার দরজায় কড়া নাড়তে লাগলেন। কিন্তু এই জলস্রোত ঠেকিয়ে, ঝাড়াই-বাছাই করার মতে David Easton-এর Gate keeping system-এর কোনও ব্যবস্থা ছিল না। এখনও নেই। এই সমস্যা নিয়ে কৃষ্ণকলিকে উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত দেখেছি। কিন্তু করার কিছু ছিল না। কৃষ্ণকলি নিজের মতো করে কিছু বিফল অথচ আন্তরিক চেষ্টা করেছিল। কৃষ্ণকলির নেতৃত্বে ওয়েবকুপার প্রথম প্রকাশ্য সম্মেলন সফলভাবে সংগঠিত হয়েছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী হলে সেই বিশাল সম্মেলন হয়েছিল। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রথম সারির প্রায় সব শীর্ষনেতা উপস্থিত ছিলেন। ওয়েবকুপার প্রসারে কৃষ্ণকলির অবদান কোনওভাবেই নগণ্য করে দেখা যেতে পারে না। ওয়েবকুপার নতুন কমিটিতে কৃষ্ণকলিকে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়ল। অসুস্থতা থেকে আর ফিরে এল না। কৃষ্ণকলি আর নেই। কিন্তু আছে তার স্মৃতি, তার কাজ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাস্তার দু'ধারে জনস্রোত, গাড়ি থামিয়ে জনসংযোগ মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : উত্তরকন্যা থেকে বেরিয়ে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে হঠাৎই গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শিরীষতলায় নেমে হেঁটেই এগিয়ে যান রাস্তার দু'ধারে থাকা জনতার দিকে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে পেয়েই আবেগে উচ্ছ্বসিত জলপাইগুড়িবাসী। চিঠির মাধ্যমে জানালেন একগুচ্ছ আবেদনও। আনন্দ চন্দ্র কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার আবেদন জানালেন কলেজের প্রিন্সিপাল। এরই মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুদানের আবদার জানান তেঁতুলতলা কালীমন্দির দুর্গাপুজোর সদস্যরা। সকলের কথা শোনেন মুখ্যমন্ত্রী। কথা বলেন দাঁড়িয়ে থাকা বাসিন্দা, স্কুল-পড়ুয়াদের সঙ্গে। আদরে ভরিয়ে দেন তাঁদের। এদিন অরবিন্দনগরের প্রশাসনিক জনসভায় যোগ দেওয়ার আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্বাগত জানান মৃৎশিল্পীরা। মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরেই উন্নয়নের আলো দেখেছেন তাঁরা তাই ধন্যবাদ জানান শিল্পীরা। মাটির তৈরি হস্তশিল্পের সম্ভার ঘুরে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী। কথা বলেন মৃৎশিল্পীদের সঙ্গে। জলপাইগুড়ির আসমর শিরীষতলা থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার হেঁটে জলপাইগুড়ি এসি কলেজ-সংলগ্ন এবিপি শ্রী ময়দানে সভাস্থলে পৌঁছলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আসার পথে শুনলেন সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সমস্যা। শিল্পীদের নাচ-গানে মুখরিত হয়ে উঠেছিল পরিবেশ। পুজোর আগে প্রিয় মুখ্যমন্ত্রীকে পেয়ে কার্যত উৎসবের পরিবেশ তৈরি হয় জলপাইগুড়িতে। ঢাক, ঢোল, কাঁসরঘণ্টা, উলুধ্বনিতে মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানান জলপাইগুড়িবাসী।

মানুষের মাঝে, জলপাইগুড়ির রাজপথে মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার।

বাংলার অর্থনীতিকে পাল্টে দিয়েছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প

প্রতিবেদন : একুশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের মহিলাদের জন্য লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর ভোটে জিতেই সেই ঘোষণা বাস্তবায়িত করেন। সেই থেকে রাজ্যের সামাজিক প্রকল্পগুলির মধ্যে জনপ্রিয়তার শীর্ষে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার উদ্দেশ্যেই এই প্রকল্প আনা হয়। এবার এই প্রকল্পের প্রশংসায় পঞ্চমুখ খোদ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিজিওনাল ডিরেক্টর সুধাংশু প্রসাদ। সুধাংশু প্রসাদের কথায়, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বাংলার অর্থনীতিকে অনেকটাই পাল্টে দিয়েছে। মঙ্গলবার বীরভূমের সিউড়িতে ব্যাঙ্কের গ্রাহকদের নিয়ে একটি কর্মসূচি থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্পের প্রশংসা করেন তিনি।

সেখানে একাধিক ব্যাঙ্কের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। সেখানেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিজিওনাল ডিরেক্টর বলেন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সারা বাংলার ব্যাঙ্কের গতি পাল্টে দিয়েছে। তাঁর ভাষায়, সারা বাংলায় পাঁচ কোটি নতুন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলেছেন লক্ষ্মীদিদিরা। সারা বছরে ব্যাঙ্কে ২৫ হাজার কোটি টাকা জমা পড়ছে। তাঁদের জন্য সব ব্যাঙ্ক ৩০ হাজার কোটি টাকা ঋণ দিতে প্রস্তুত। কারণ মেয়েরা কখনও ঋণখেলাপি হয় না। উল্লেখ্য, রাজ্যের ২৫ থেকে ৬০ বছর বয়সি মহিলারা পান লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। এই প্রকল্পের আওতায় তফসিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মহিলারা মাসে ১২০০ এবং সাধারণ সম্প্রদায় অর্থাৎ জেনারেল ক্যাটাগরির মহিলারা ১০০০ টাকা করে পান।

নেপালে শান্তি কবিতা মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : নেপাল অগ্নিগর্ভ। জ্যান্ত পুড়িয়ে খুন করা হয়েছে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীকে! এই পরিস্থিতিতে নেপালে শান্তি চেয়ে কবিতা লিখলেন উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কবিতায় শান্তি ফেরানোর আর্জি। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, সেই কবিতা পরবর্তীতে প্রকাশ করা হবে। বলেন, আমরা চাই প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভাল থাকুক। বাংলা মনুষ্যত্ব, মানবিকতার জন্ম দেয়। জীবন্ত মানুষকে জ্বালিয়ে দিয়ে মিথ্যের নামে উল্লাস করা মানবিকতা নয়। কারও বিরুদ্ধে কারও ক্ষোভ থাকতেই পারে। নিজের স্বার্থে দেশভাগ, রাজ্যভাগ, জেলাভাগ করব! তিনি সাবধান করে দেন, কিছু সুযোগসন্ধানী লোক আছে। তারা সুযোগ নেবে। ঘোলা জলে মাছ ধরতে নামবে। কিন্তু তা যেন মানুষের জীবন না জ্বালায়। অত্যাচার না করে।

এসআইআর, অবস্থান স্পষ্ট করলেন নেত্রী ও অভিষেক

প্রতিবেদন : এসআইআর নিয়ে ফের অবস্থান স্পষ্ট করল তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব। বুধবার শিলিগুড়িতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসআইআর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমার যতটা মনে আছে ২০০২ তে একবার হয়েছিল বাংলায়। তখন দু'বছর সময় লেগেছিল। সেটা কি দু'তিন মাসে সম্ভব পুরো ভোটার তালিকা তৈরি করা? এটা কি শারীরিক ভাবে বা মানবিক দিক থেকে সম্ভব? আপনি কি দু'বছরের খাওয়াটা একদিনে খেতে পারবেন? প্রশ্ন মুখ্যমন্ত্রীর। বাদবাকি প্রশ্ন যখন করবে তখন দেখা যাবে। এটা বিচারাধীন বিষয়। বাংলার বিষয়টা এখনও বাকি আছে। বিজেপিকে খুশি করতে তাদের কথামতো নির্বাচনের আগে মাত্র দু'তিন মাসে এসআইআর করে সম্ভব নয়। এটা করতে অন্তত দু'তিন বছর সময় লাগবে। আমি মনে করি নির্বাচন কমিশন যথেষ্ট শক্তিশালী নিজেদের বক্তব্য রাখার জন্য। তাদের দেখা উচিত কীভাবে গণতন্ত্র আরও শক্তিশালী হবে। গণতন্ত্রকে রক্ষা করাই তাদের দায়িত্ব ও কাজ। ভারত পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এসআইআর নিয়ে বলেন, সুপ্রিম কোর্টে আধার কার্ডকে ভোটার তালিকায় নাম তোলার অন্যতম নথি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। সর্বোচ্চ আদালতকে ধন্যবাদ জানিয়ে অভিষেক বলেন, মুখ পুড়েছে কমিশনের। কমিশন এসআইআর করতে চাইছে। অথচ এই ভোটার তালিকার ভিত্তিতে জেতা জনপ্রতিনিধিরা মঙ্গলবার উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন করলেন! তাহলে সেটাও অবৈধ। সরকার তৈরি হয়েছে সেটাও বৈধ নয়।

স্থায়ী পদে নিয়োগ স্পেশাল এডুকেটর

প্রতিবেদন : শীঘ্রই আয়োজিত হবে টেট পরীক্ষা। তবে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল এই প্রথম স্থায়ী পদে নিয়োগ করা হবে স্পেশাল এডুকেটর। রাজ্যে প্রাথমিক স্কুলগুলিতে বিশেষ ভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের জন্য স্পেশাল এডুকেটর নিয়োগের কথা আগেই জানিয়েছিল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। ১৯৪১টি পদ শূন্য রয়েছে স্পেশাল এডুকেটরের জন্য। ১ সেপ্টেম্বর থেকে বিকেল পাঁচটা থেকে আবেদন করা শুরু হয়েছে। ২৪ সেপ্টেম্বর বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত আবেদন করা যাবে। টাকা জমা দেওয়ার শেষ সময় ২৪ সেপ্টেম্বর রাত ১২টা পর্যন্ত। পর্ষদ জানিয়েছিল, যারা আগের টেটে পাশ করেছে তাদের জন্য বিশেষ অপশন থাকবে। টেট পরীক্ষায় আশি শতাংশ নম্বর পেতেই হবে। এছাড়াও রিহ্যাবিলিটেশন্স কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া অনুমোদিত কোনও প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রি থাকতে হবে। চুক্তিভিত্তিক স্পেশ্যাল এডুকেটর-এর জন্য ১০ শতাংশ আসন সংরক্ষণের উল্লেখ রয়েছে। আগ্রহীদের বয়স ২১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। যে সমস্ত প্রার্থী সমগ্র শিক্ষা মিশনে স্পেশ্যাল এডুকেটরের কাজ করেছেন, তাঁরা ছাড় পাবেন।

রেকর্ড ভেঙে ৯৯ শতাংশ উপস্থিতি উচ্চমাধ্যমিকে

প্রতিবেদন : কয়েক দশকের রেকর্ড ভেঙে চলতি বছর উচ্চমাধ্যমিকে পরীক্ষার্থীর উপস্থিতির হার ৯৯ শতাংশ। যা কার্যত নজিরবিহীন বলে মনে করছেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। সংসদ সভাপতি জানাচ্ছেন, কয়েক দশকে এই প্রথম উপস্থিতির এই হার তিনি দেখলেন। সাধারণত ৯০ শতাংশ থেকে ৯৫ শতাংশ উপস্থিতির হার থাকে। কিন্তু এই বছর সেই সমস্ত রেকর্ডকে ছাপিয়ে গিয়ে বিপুল পরিমাণে উপস্থিতি রয়েছে। পুরো বিষয়টার পেছনে সেমিস্টার সিস্টেমকেই কৃতিত্ব দিচ্ছেন তিনি। তবে অনুপস্থিত কারোর বছর নষ্ট হবে না। অনুপস্থিত সকলেই চাইলে নির্দিষ্ট সময়ে সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষায় বসতে পারবে। তাঁর কথায়, নতুন সেমিস্টার সিস্টেম হওয়ার ফলে পরীক্ষার্থীরা অনেক বেশি আগ্রহী পরীক্ষা দিতে। এছাড়াও ছোট ছোট ভাগে সিলেবাস ভেঙে যাওয়ায় তাদের পড়াশোনা করতেও সুবিধে হচ্ছে। পাশাপাশি ওএমআর শিট পরীক্ষা দেওয়ার বিষয়টিও তাদের কাছে বেশ মজার লাগছে। সভাপতি জানান, প্রত্যেকবার মালদা থেকে যেখানে এত প্রশ্নফাঁস বা বিশৃঙ্খলার অভিযোগ আসে সেখানে এই বছর মালদায় একেবারে শান্তিপূর্ণভাবে, বিনা অভিযোগে পরীক্ষা হয়েছে। সংসদের তথ্য অনুযায়ী, মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৬,৬০,০০০। তার মধ্যে প্রথম দিন অনুপস্থিত ছিল ৫,৮২৭ জন। হাসপাতাল থেকে পরীক্ষা দিয়েছে ১৪৩ জন। বিশেষভাবে সক্ষম পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৯৭, তাদের মধ্যে কলকাতার পড়ুয়ারা ২০৮জন। এবার সংশোধনাগার থেকে পরীক্ষায় বসেছে ৩ জন।

৯১ নং ওয়ার্ডের হিন্দোল ক্লাবে আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান কর্মসূচিতে মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যরা।

বিজেপির উসকানি, অভিযোগ তৃণমূলের

সংবাদদাতা, বারাকপুর : নেপালের ঘটনা নিয়ে বারাকপুরের বিজেপি নেতার উসকানিমূলক মন্তব্যের প্রতিবাদে গর্জে উঠল তৃণমূল। অর্জুন সিংয়ের উসকানিমূলক ও হিংসাত্মক মন্তব্যের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়ে তৃণমূল অবস্থান স্পষ্ট করে দিলেন দমদম-বারাকপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সাংসদ পার্থ ভৌমিক। বুধবার পার্থ জানান, অর্জুন সিংয়ের ঘৃণ্য মন্তব্যের প্রতিবাদে বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের বিভিন্ন থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অর্জুন সিং যুবসমাজের উদ্দেশ্যে উসকানিমূলক মন্তব্য ও গন্ডগোল পাকানোর চক্রান্ত করছে। তাই তৃণমূলের পক্ষ থেকে পুলিশ প্রশাসনকে অনুরোধ করা হয়েছে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে। তিনি বলেন, অর্জুন সিং যে মন্তব্য করেছেন, তা আদপে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে খুনের ইঙ্গিত বহন করে। আমরা এর তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানাই। এই উসকানির জন্য বাংলার মানুষ অর্জুন সিংকে গণতান্ত্রিকভাবে জবাব দেবে। এই মর্মে আমি রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের কাছে জানতে চাই, তিনি অর্জুন সিংয়ের বক্তব্য সমর্থন করেন কি না। তিনি প্রকাশ্যে বিষয়টি বাংলার মানুষকে জানান।

শিবপুরের বেলগাছিয়ার কুঞ্জপাড়ায় আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান শিবিরে ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি, শিবপুর কেন্দ্র তৃণমূল সভাপতি মহেন্দ্র শর্মা-সহ অন্যরা।

রাজ্য
11 September, 2025 • Thursday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভাষাসন্ত্রাসের প্রতিবাদে দক্ষিণ কলকাতা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের ধরনা

২৬-এ বিজেপিকে ছাব্বিশে নামাবে

প্রতিবেদন : বাংলা ও বাঙালিকে অপমানকারীদের স্থান নেই এই রাজ্যে। বাঙালিরাই বিজেপিকে টেনে নামাবে। তারা জানে বাংলার সম্মান কীভাবে রাখতে হয়। বুধবার ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিংয়ে বিজেপির ভাষাসন্ত্রাসের প্রতিবাদে গর্জে উঠল বাংলা। এই মঞ্চ থেকেই আওয়াজ উঠল— ২০২৬-এ বিজেপিকে টেনে নামাতে হবে ২৬-এ। এদিন উপস্থিত ছিলেন সাংসদ মালা রায়, মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, দক্ষিণ কলকাতা তৃণমূল সভাপতি বিধায়ক দেবাশিস কুমার, রাজ্য সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী, মেয়র পারিষদ সন্দীপ বক্সি, বিধায়ক রত্না চট্টোপাধ্যায়, কাউন্সিলর সৌরভ বসু, মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায়।

দক্ষিণ কলকাতা তৃণমূল কংগ্রেস আয়োজিত এদিনের প্রতিবাদ মঞ্চ থেকে রাজ্য সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। ২০২৬-এ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসাতে হবে। এবার বিপুল আসনে জিতে ফের একবার ক্ষমতায় আসবে তৃণমূল। ২০২৬-এ বিজেপিকে ছাব্বিশে নামিয়ে আনতে হবে। জয়প্রকাশ আরও বলেন, ধিক্কার এই বিজেপিকে। এরা দেশের সামরিক বাহিনীকেও ব্যবহার করছে রাজনৈতিক কারণে। বাংলার বিরুদ্ধ ষড়যন্ত্র রচনা করছে। কিন্তু ইংরেজরাও পারেনি বাংলাকে সামলাতে, নরেন্দ্র মোদিরা তো কোন ছার। শান্তিপূর্ণ অবস্থানের মধ্য দিয়ে আমাদের প্রতিবাদ চলবে। আজ বৃহস্পতিবার ডোরিনা ক্রসিংয়ে ধরনা দেবেন উত্তর কলকাতা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ।

সুকান্তর পায়ের কাছে রবীন্দ্রনাথ! নিন্দার ঝড়

প্রতিবেদন : বাংলা ও বাঙালির আবেগকে কাজে লাগিয়ে রাজনীতির বৈতরণী পার হতে চেয়েছিল বিজেপি। কিন্তু নিজেদের কর্মকাণ্ডের গুণে ডাহা ফেল করল এই পদ্ম শিবির। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যেভাবে বিজেপি অপমান করছে তাতে নিন্দা ঝড় উঠেছে রাজনৈতিক মহলে। বাংলার আবেগ বাংলার গর্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতি পড়ে রইল বিজেপি নেতা তথা দেশের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের পায়ের কাছে। এক্স হ্যান্ডেলে বিজেপির এই কর্মকাণ্ডের ছবি পোস্ট করেছেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ ও তৃণমূল মুখপাত্র তথা ছাত্রনেতা সুদীপ রাহা।

তৃণমূল মুখপাত্র সুদীপ রাহা এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, বাঙালির আবেগ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আবারও অসম্মান করল বিজেপি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতি বিজেপি প্রাক্তন রাজ্য সভাপতির পায়ের কাছে! ইনি নাকি দেশের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী! বাংলা ও বাংলার মনীষীদের সম্পর্কে বিজেপির মানসিকতা আবারও স্পষ্ট হল। বাঙালি বিরোধী বিজেপিকে ধিক্কার! যিনি নিজে দেশের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী, তাঁর চোখের সামনে গুরুদেবের প্রতিকৃতি অপমানিত হলো। অথচ তিনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন! বাংলার মানুষ এই নীরবতাকে ক্ষমা করবে না।

নিন্দা করে তৃণমূলের বক্তব্য, বিজেপির এই 'অপমানের রাজনীতি' বাংলার মানুষ বারবার দেখেছে। কখনও বাঙালির ভাষা নিয়ে কটাক্ষ, কখনও বাংলার মনীষীদের হেয়। এবার বিশ্বকবির অসম্মান। রবীন্দ্রনাথের অপমান মানে বাংলার অপমান।

বিশ্বকর্মা পুজো ছুটি ঘোষণা

প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণামতো রাজ্য এবার প্রথমবারের জন্য বিশ্বকর্মা পুজোর দিন পূর্ণ দিবস ছুটি দিল। ১৭ সেপ্টেম্বর, বুধবার এই উপলক্ষে রাজ্যের সমস্ত সরকারি দফতর বন্ধ থাকবে বলে অর্থ দফতরের তরফে বুধবার বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। শুধু সরকারি দফতরই নয়, সরকার-অধীনস্থ সংস্থা, নিগম, পুরসভা ও পঞ্চায়েত দফতরের কর্মীরাও ছুটি পাবেন। বন্ধ থাকবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

নামের তালিকা পাঠাল রাজ্য

প্রতিবেদন : বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের শূন্যপদ পূরণে উদ্যোগী হল রাজ্য। কমিশনের চাহিদামতো অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক, যুগ্ম মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এবং উপ-মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক পদে নিয়োগের জন্য আধিকারিকদের তালিকা বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়েছে। নবান্ন থেকে জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, প্রতিটি শূন্যপদের জন্য তিনজন করে আধিকারিকের নাম কমিশনের কাছে প্রস্তাব আকারে পাঠানো হয়েছে।

মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ জট কাটল হাইকোর্টে

প্রতিবেদন : দীর্ঘ ১৫ বছর আইনি লড়াই। অবশেষে ২০১০ সালে বাম আমলের মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনে চতুর্থ শ্রেণির কর্মী অর্থাৎ গ্রুপ-ডি কর্মীর নিয়োগের জট কাটল কলকাতা হাইকোর্টে। বুধবার এই সংক্রান্ত মামলার রায়ে, মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন নিয়োগ প্রক্রিয়া চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে বলে জানিয়ে দিল বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চ। আগেই নিয়োগ প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে রায় দিয়েছিলেন বিচারপতি পার্থসারথি সেন। সিঙ্গল বেঞ্চ জানিয়েছিল, আগামী ২১ দিনের মধ্যে নিয়োগ পরীক্ষার ফলপ্রকাশ করতে হবে। তারপর নিয়ম মেনে বাকি প্রক্রিয়া চালাবে কমিশন। কিন্তু সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা যায় ডিভিশন বেঞ্চে। কিন্তু সিঙ্গল বেঞ্চের রায়ই বহাল রাখল ডিভিশন বেঞ্চ।

এদিন হাইকোর্টের নির্দেশে ২৯২টি শূন্যপদ পূরণে জট কাটল। শেষবার রাজ্যের মাদ্রাসাগুলিতে নিয়োগের পরীক্ষা হয়েছিল ২০১০ সালে। এরপর কেটে গিয়েছে প্রায় ১৫ বছর। কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা চাকরি পাননি। অবশেষে দীর্ঘ দেড় দশক পর শূন্যপদ নিয়োগের সেই জট কাটল। জানা গিয়েছে, রাজ্যের মাদ্রাসাগুলিতে এই মুহূর্তে ২৯২টি গ্রুপ-ডি কর্মীদের শূন্যপদ রয়েছে। তৎকালীন বাম আমলে এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন। তারপরের বছর হয় পরীক্ষা। কিন্তু পরীক্ষার পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে একাধিক মামলা দায়ের হয় হাইকোর্টে। এতদিন সেই মামলার জটেই থমকে ছিল নিয়োগ প্রক্রিয়া।

ফেডারেশনের বিরুদ্ধে মামলা খারিজ

প্রতিবেদন : টলিপাড়ার শিল্পী ও কলাকুশলীদের ফেডারেশনের বিরুদ্ধে মূল মামলাই খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বুধবার এই মামলা খারিজের পাশাপাশি বিচারপতি অমৃতা সিনহার পর্যবেক্ষণ, এই সমস্যার সমাধান এখানে সম্ভব নয়। এর আগে ফেডারেশনের বিরুদ্ধে দুটি আদালত অবমাননার মামলা দায়ের হয়েছিল। তাঁরা এই নিয়ে ১৭ নভেম্বর হলফনামা দেবে। রাজ্যের তরফ থেকে ২৭ জনের নাম নিয়ে একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তাতে বিচারপতি বলেন, প্রত্যেক পক্ষ থেকে একজন করে প্রতিনিধি দিন।

দমদম-বারাকপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী নিযুক্ত হলেন সোনালি সিংহরায় (কুণ্ডু)। বুধবার দলের তরফে তাঁর নিয়োগের ঘোষণা করা হয়

দক্ষিণ দিনাজপুর সাংগঠনিক জেলা

ব্লক	মাদার	যুব	মহিলা	আইএনটিটিইউসি
কুশমণ্ডি	করিমুল ইসলাম জীতেন্দ্রনাথ সরকার ও অমিত ইসলাম (সহসভাপতি)	নিমাই ওরাওঁ সেলিম জাভেদ (সহসভাপতি)	লাভলি বেগম	অমল সরকার
কুমারগঞ্জ	গণেশ দাশ তনুপকুমার সরকার, আজাদ আলি মণ্ডল ও আবদুল খালেক (সহসভাপতি) ঝন্টু সাহা (সম্পাদক)	অভিময় সরকার রাইয়ান সরকার (সহসভাপতি)	জ্যোৎস্না ঘোষ	রাজীব আলি সরকার
হিলি	অমিত বিশ্বাস	অসিতকুমার পাহান	মনিকা মাহাত শেফালি বর্মন (সহসভাপতি)	দুলাল স্বর্ণকার পিনাকী দে (সহসভাপতি)
বালুরঘাট টাউন	শুভাশিস চাকী সুরজিৎ সাহা (সহসভাপতি)	মণি দাস	গীতা দেব অনুশ্রী মহন্ত (সহসভাপতি)	মিঠুন নিয়োগী কৌশিককুমার লাহা (সহসভাপতি)
তপন	সুব্রত ধর সঞ্জয়কুমার শীল ও মোজাম্মেল হক (সহসভাপতি)	রাজীব হেমব্রম	সুমিত্রা ভক্ত	কমল টিগ্গা শ্যামল ওরাওঁ (সহসভাপতি)
বালুরঘাট	মলয় মণ্ডল দীপকরঞ্জন সরকার, দীপক মাহাত ও অশোক কুজুর (সহসভাপতি)	সুমনকুমার দাস	চন্দনা বর্মন	রাজীব দাস চন্দন সরকার (সহসভাপতি)
তপন	সমীর রানা	মিরাজ সরকার	মামনি রায় নমি রায় (সহসভাপতি)	জয়নাল সরকার হায়দার আলি মণ্ডল (সহসভাপতি)
গঙ্গারামপুর	শঙ্কর সরকার ধীরেন্দ্রনাথ সরকার, মজিবুর রহমান ও রঞ্জন প্রামাণিক (সহসভাপতি)	তুহিন দেব বিপন দাস ও কামরান আলি সরকার (সহসভাপতি)	পম্পা প্রামাণিক বসাক ডলি রায় (সহসভাপতি)	মাজিরুদ্দিন মণ্ডল
গঙ্গারামপুর টাউন	বিপ্লব সেন (কাঞ্চন)	সনাতন সরকার অমিত ঘোষ (সহসভাপতি)	বিভা ধর সাহা	রাজু ঘোষ অসিত মালাকার (সহসভাপতি)
বংশীহারি	পার্থপ্রতিম মজুমদার	সামিউন কবীর	পুষ্পা ঘোষ প্রতিমা বর্মন রায় (সহসভাপতি)	শঙ্কর ঘোষ হরিশচন্দ্র সিংহ (সহসভাপতি)
হরিরামপুর	ইয়াসিন আলি রামপ্রসাদ হাঁসদা ও পারভেজ আলি (সহসভাপতি)	সমীর ঘোষ মোমিনুর হোসেন ও আজহার রহমান (সহসভাপতি)	ঝুমা চক্রবর্তী	সুপম ঘোষ
বুনিয়াদপুর টাউন	বিশ্বনাথ সরকার	সমীর সরকার প্রতাপচন্দ্র প্রামাণিক (সহসভাপতি)	তপতী বর্মন মণ্ডল দেবযানী সিংহ (সহসভাপতি)	তন্ময় সরকার উত্তম সরকার (সহসভাপতি)

রাজ্য ও জেলা কমিটির সংযোজিত তালিকা

রাজ্য মাদার » রাজ্য সম্পাদক : উজ্জ্বল বসাক

জেলা মাদার » সাধারণ সম্পাদক : বিপ্লব মহন্ত। সম্পাদক : মিহির সরকার, কৌশিক চৌধুরি, অতনু রায়

জেলা যুব » সাধারণ সম্পাদক : জাকির হোসেন

জেলা মহিলা » সহসভাপতি : মমতাজ বিবি। সাধারণ সম্পাদক : যমুনা বর্মন। সম্পাদক : শেফালি সিংহরায়, রিনা সরকার

জেলা আইএনটিটিইউসি » সহসভাপতি : প্রান্তিক সরকার, রাজু সিংহরায়। সাধারণ সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সরকার, রাজদুল ইসলাম। সম্পাদক : সুজিত সাহা

গুজব নিয়ে সতর্কতা পুলিশের

ধনধান্য অডিটোরিয়ামে পুজো বৈঠকে নগরপাল মনোজ ভার্মা-সহ পুলিশ কর্তারা। বুধবার।

প্রতিবেদন : আসন্ন পুজো নিয়ে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে সতর্ক করল কলকাতা পুলিশ। পুজোর সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় গুজব বা ভুল খবরে দেবেন না। গুজব যদি কানে আসে, তা পুলিশে জানান। বুধবার কলকাতার পুজো কমিটির কর্তাদের এমনই অনুরোধ জানালেন পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। বুধবার কলকাতার পুজো উদ্যোক্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন পুলিশ কমিশনার। উপস্থিত ছিলেন লালবাজারের অন্য পুলিশকর্তা, দমকল, পুরসভা, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, সিইএসসি-র কর্তারা। গত বছর ২৯৩৬টি পুজোকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এই বছর 'আসান'-এ এখনও পর্যন্ত ২৬৫২টি পুজো অনুমতি চেয়ে নথি জমা দিয়েছে। বড় পুজো মণ্ডপগুলিতে সাইবার সচেতনতার জন্য সাইবার থানা কিয়স্ক তৈরি করবে। তৃতীয়া থেকে রাস্তায় বাড়তি পুলিশ। ৪ অক্টোবরের মধ্যে বিসর্জন দিতে হবে। ৫ অক্টোবর রেড রোডে কার্নিভাল। ১৫-২০ অক্টোবরের মধ্যে অনুদানের হিসাব জমা দিতে হবে।

বাংলার নাগরিকদের

(প্রথম পাতার পর) দিয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার ঘটনা কখনওই মানবিকতা হতে পারে না। ক্ষোভ-বিক্ষোভ, রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতেই পারে, কিন্তু এ-ধরনের ঘটনা কষ্ট দেয়। নেপালে গণতন্ত্র রক্ষা করাই এখন নতুন চ্যালেঞ্জ।

এদিকে নেপালের খবর, ক্রমশ শান্ত হচ্ছে। কাঠমান্ডু-সহ উত্তপ্ত এলাকা স্তিমিত হচ্ছে। যেদিকেই চোখ যায় দেখা যাচ্ছে পোড়া গাড়ি, পোড়া বাড়ি। সংসদ পুড়েছে। প্রধানমন্ত্রী, উপ-প্রধানমন্ত্রী, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বাড়িও পুড়েছে। মৃত্যু হয়েছে ২৩ জনের। সেনা রুটমার্চ শুরু করেছে। সেনার নিয়ন্ত্রণেই দেশ। প্রশ্ন, অন্তর্বর্তী দায়িত্ব কার হাতে যাবে? নেপাল গণতন্ত্র না সেনাশাসনে ফিরবে, না আবার রাজতন্ত্র!

ভোট কিনেছে বিজেপি

(প্রথম পাতার পর) জনপ্রতিনিধি বা নেতা বিক্রি হতে পারেন, কিন্তু জনতা বিক্রি হন না। যে ১৫ জনকে নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে, তাঁরা কাকে ভোট দিয়েছেন সে-নিয়ে অনেক কথা। কিন্তু সবটাই গোপন ব্যালটে হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট আধার কার্ডকে ভোটার তালিকায় নাম তোলার অন্যতম নথি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। সর্বোচ্চ আদালতকে ধন্যবাদ জানিয়ে অভিষেক বলেন, মুখ পুড়েছে কমিশনের। কমিশন এসআইআর করতে চাইছে। অথচ এই ভোটার তালিকার ভিত্তিতে জেতা জনপ্রতিনিধিরা মঙ্গলবার উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন করলেন! তাহলে সেটাও অবৈধ। সরকার তৈরি হয়েছে সেটাও বৈধ নয়। এসআইআর করতে চান? তাহলে তৃণমূল কংগ্রেস বলছে, কালকেই করুন, লোকসভা ভেঙে দিন, এসআইআর করে নতুন করে জনাদেশ নিন। বিজেপির রাজনৈতিক সদিচ্ছা তাহলেই বোঝা যাবে। তৃণমূল কংগ্রেস প্রস্তুত রয়েছে।

চিড়িয়াখানায় মৃত্যু দুই বাঘিনীর

প্রতিবেদন : আলিপুর চিড়িয়াখানায় দুই বাঘিনীর মৃত্যু। মঙ্গলবার সকালে পায়েল এবং বুধবার সকালে রূপা মারা যায়। কেন মৃত্যু? চিড়িয়াখানা সূত্রে খবর, বার্ধক্যজনিত কারণেই মারা গিয়েছে দুই বাঘিনী। ময়নাতদন্ত হয়েছে। ভিসেরা পরীক্ষা হবে। একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়েছে। ২০১৬ সালে ওড়িশার নন্দন কানন থেকে পায়েলকে আলিপুরে আনা হয়। তখন তার বয়স ছিল ১৭। বেশ কিছুদিন ধরে বৃদ্ধ বাঘিনী অসুস্থ ছিল। চিকিৎসা চললেও সাড়া দিচ্ছিল না। সাদা বাঘ রূপার জন্ম আলিপুরেই। বয় হয়েছিল ২১। একটি পা পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছিল। হাঁটাচলা করতে পারত না। অবশেষে মৃত্যু।

সাড়া দিলেন না

(প্রথম পাতার পর) আলোচনা শুরু হয়। পরের নামটি সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সুশীলা কার্কি। এর আগেও সুশীলাকে দায়িত্ব নিতে বলা হয়েছিল। সুশীলা সেসময় জানিয়েছিলেন অন্তত হাজার জনের সমর্থনে স্বাক্ষর চাই। এবার আড়াই হাজারের বেশি সমর্থন তালিকা নিয়ে পাঠানো হয়েছে। সুশীলার পাশাপাশি নেপাল বিদ্যুৎ সংস্থার প্রধান কুলমান ঘিসিংয়ের নাম এসেছে। এছাড়াও সাগর ধকল ও ধারান মেয়র হরকা সাংপাঙের নাম নিয়েও আলোচনা হয়। অনেকে আবার ইউটিউবার র‍্যানডম নেপালির নাম করেন। তবে তিনি জানিয়েছেন, কেউ রাজি না থাকলে তবেই তাঁর নাম যেন ভাবা হয়। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি কী হয় সেটাই দেখার। তার কারণ, সেনা ও প্রেসিডেন্ট কার নামের পাশে সিলমোহর দেন সেটাই দেখার।

বাংলা চলবে না

(প্রথম পাতার পর) এ-প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী একহাত নেন প্রধানমন্ত্রীকে। তিনি নাম না করে বলেন, দেশের নেতা হবেন গান্ধীজি, নেতাজিদের মতো। দেশের নেতা তিনিই হবেন, যিনি দেশ বোঝেন। যিনি জাতপাত ভাগ করেন, তিনি দেশের নেতা নন। কেন্দ্র বাংলার ভাগের টাকাও আটকে রাখে আর বলে বাংলা কিছু কাজ করে না! তীব্র শ্লেষ দেগে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, টাকা দাও না, আবার প্রশ্ন তোলো কী করে! তোমাদের প্রশ্ন তোলার কোনও অধিকার নেই। তাঁর সাফ কথা, ভোট এলেই এনআরসি, সিএএ— এ-জিনিস আর চলবে না। যতদিন বেঁচে থাকব মানুষের হয়ে রাজনীতি করব। এদিন ডিভিসিকেও একহাত নেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, দক্ষিণবঙ্গ ভাসে ডিভিসির জলে। আর উত্তরবঙ্গকে ডোবায় ভুটানের জল। আমরা ভারত সরকারকে বলেছি, ইন্দো-ভুটান রিভার কমিশনে পশ্চিমবঙ্গকে সদস্য করা হোক। যাতে আমরা সমন্বয় রাখতে পারি। আমরা ডুবব, আর ওরা জল ছাড়বে? তা চলতে পারে না। ওরা আমাদের বন্ধু দেশ। উভয়ে কিছু ব্যবস্থা করতে পারি যাতে ওরাও ভাল থাকে, আমরাও ভাল থাকি। প্রতিবেশীরা ভাল থাকলে আমরাও ভাল থাকব। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্র এই সমস্যা সমাধানে কিছু করেনি। ওরা প্রচারের মাস্টার। সব টাকা প্রচারে বেরিয়ে যায়। স্টেডিয়াম থেকে এলাকা— সব নিজের নামে করতে হয় ওদের। দিল্লিকে বলব, তোমাদের দয়া, ভিক্ষা চাই না। আমরা মাথা নত করতে শিখিনি। আমরা মাথা নত করব না। বাংলার বাড়ি দিয়েছি আমরা। একশো দিনের কাজে বকেয়া দেয়নি, আমরা বকেয়া মিটিয়েছি, কর্মশ্রী চালু করেছি। কৃষকের ফসল নষ্ট হলে চিন্তা করবেন না, আমি পাহারাদার আছি। আপনাদের জন্য বিমা করেছি। টাকা আমরাই দিই।

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

11 September, 2025 • Thursday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে জমির অধিকার পেলেন ভূমিহীনরা

ব্যুরো রিপোর্ট: ভূমিহীনদের মুখে হাসি ফোটালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার জলপাইগুড়ির সভা থেকে ভার্চুয়ালে উত্তরের ৮ জেলার ১১,৬০০ পাট্টা দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মালদহ জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মালদহ টাউন হলে আয়োজন করা হয় এক বিশেষ অনুষ্ঠান। ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, তাজমুল হোসেন, জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ-সহ আরও অনেকে। জেলার ২১০ জন ভূমিহীন মানুষকে জমির পাট্টা হাতে তুলে দেওয়া হয়। দীর্ঘদিনের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে জমির মালিকানার স্বীকৃতি পেয়ে খুশি উপকৃত পরিবারগুলি। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মোট ১৩০ জন ভূমিহীন মানুষকে পাট্টা দেওয়া হয়। ছিলেন মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র, জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্তামণি বিহা, জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা, পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল সহ অন্যান্য প্রশাসনিক কর্তারা। উত্তর দিনাজপুরে কর্ণজোড়া অডিটোরিয়াম থেকে উত্তর দিনাজপুর জেলার উপভোক্তার হাতে তুলে দেওয়া হয় জমির পাট্টা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানী , মন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন, সভাধিপতি পম্পা পাল, জেলাশাসক সুরেন্দ্র কুমার মিনা, পুলিশ সুপার মহঃ সানা আখতার, ইসলামপুর পুলিশ জেলা সুপার জেবি থমাস, বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যানী, হামিদুর রহমান, গৌতম পাল, রায়গঞ্জের পুর প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস, ইসলামপুরের পুরচেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগারওয়াল প্রমুখ। মন্ত্রী গোলাম রব্বানী বলেন, জেলার ৬ শতাধিক উপভোক্তা সরকারিভাবে পাট্টা পাবেন। কোচবিহারের রবীন্দ্রভবনের অনুষ্ঠানে ওই নথি বিলি করেন তিনি। কোচবিহারের ৫৮০ জনকে পাট্টা দেওয়া হয়। ছিলেন জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা, জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, তৃণমূল জেলা সভাপতি তথা রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য অভিজিৎ দে ভৌমিক।

১৯ হাজার বাড়িতে পৌঁছবে পরিস্রুত পানীয় জল

আর্থিকা দত্ত ● জলপাইগুড়ি

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে জলপাইগুড়ির বাসিন্দাদের স্বপ্নপূরণ। প্রায় দেড়শো কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই আধুনিক জল প্রকল্পে তিস্তা নদী থেকে পরিস্রুত জল প্রথম ধাপে পৌঁছবে পুরসভার ১৯ হাজার বাড়িতে। বুধবার এবিপিসি ময়দানের সরকারি অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা করেন জলপ্রকল্পের ট্রায়াল রান। পরবর্তী ধাপে আরও ১৪ হাজার পরিবার যুক্ত হবে এই সুবিধার আওতায়। বর্তমানে জলপাইগুড়ি পুরসভায় প্রায় ২ লক্ষ মানুষের বসবাস। পুরনো প্রকল্পে ২৭টি রিজার্ভার থেকে ১২ হাজার বাড়িতে পানীয় জল সরবরাহ করা যেত। এবার নতুন প্রকল্প চালু হলে শহরের প্রায় প্রতিটি পরিবারই ধাপে ধাপে পাইপলাইনের মাধ্যমে জল পাবে। প্রশাসনিক সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের সরকার মানুষের মৌলিক চাহিদাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। জলপাইগুড়ি শহরে আজ যে ঐতিহাসিক প্রকল্প চালু হল, তা মানুষের জীবনমান বদলে দেবে। প্রতিটি পরিবারকে বিশুদ্ধ জল পৌঁছে দেওয়া আমাদের প্রতিশ্রুতি। তৃণমূল সরকার উন্নয়নের রাজনীতি করে, বিভাজনের রাজনীতি নয়। জানা যায়, মহালয়া থেকে ছটপুজো পর্যন্ত শহরে অতিরিক্ত এক ঘণ্টা করে জল সরবরাহ করবে পুরসভা। বর্তমানে সকাল ও বিকেলে মোট ৮ ঘণ্টা জল দেওয়া হয়, উৎসবের সময় তা হবে ৯ ঘণ্টা। প্রকল্পের জল পরবর্তী তিন মাস পানীয় হিসাবে ব্যবহারযোগ্য হবে না, তবে আপাতত কাপড় কাচা ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা যাবে। জলপ্রকল্পের উদ্বোধনের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী জমির পাট্টা বিতরণ, নানান সরকারি পরিষেবার উদ্বোধন ও নতুন প্রকল্পের শিলান্যাসও করেন।

সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা চলছে: চিরঞ্জীব

সংবাদদাতা, মালদহ: ২০২৫ সালেই প্রথম শুরু হয়েছে সেমিস্টার ভিত্তিক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। সুষ্ঠুভাবেই হচ্ছে পরীক্ষা। এখন পর্যন্ত কোথাও থেকে কোনও অনিয়ম বা অভিযোগ আসেনি। পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিতে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সহযোগিতা প্রশংসনীয়। বুধবার মালদহের একাধিক স্কুল পরিদর্শন করে এমনটাই জানালেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। এদিন মালদহের মানিকচক ব্লকের একাধিক স্কুল পরিদর্শন করেন তিনি। এদিন তিনি ঘুরে দেখেন এনায়েতপুর ইনশান আলি উচ্চ বিদ্যালয়, এনায়েতপুর উচ্চ বিদ্যালয় এবং মানিকচক শিক্ষা নিকেতন। পরীক্ষার সার্বিক পরিবেশ খতিয়ে দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। পর্ষদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানান, উচ্চমাধ্যমিক সেমিস্টার পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পথে দুই ছাত্রের মৃত্যু ঘটনা খুব দুঃখজনক। শান্তশিষ্ঠ পরিবেশে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে। এদিন পরিদর্শনের সময় শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন চিরঞ্জীববাবু। তিনি পরীক্ষার সার্বিক নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা এবং সময় মেনে পরীক্ষার কাজ সম্পন্ন করার বিষয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। পাশাপাশি পরীক্ষার্থীদের পাশে থেকে মানসিক চাপ কমানোর বার্তাও দেন তিনি।

■ স্কুল পরিদর্শনে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য।

নেপালে আটকে বাংলার ৩ কৃতী

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : জলবায়ু পরিবর্তনের উপর একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করতে নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডু গিয়ে বিপাকে পড়েছেন ভারতের চার পিএইচডি স্কলার। তাঁদের মধ্যে তিনজন এই বাংলার বাসিন্দা। তাঁদের সঙ্গে একই জায়গায় আটকে রয়েছেন ত্রিপুরার আগরতলার এক পিএইচডি স্কলারও। এদের মধ্যে একজনের বাড়ি আলিপুরদুয়ারের বারোবিশায়। একজন জলপাইগুড়ির, একজন ত্রিপুরার ও অন্যজন কোচবিহারের দিনহাটার বাসিন্দা। মণিহার নামের ছাত্রীটি মেঘালয়ের। বাকিরা কল্যাণী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ফেরার সময়ই উত্তপ্ত পরিস্থিতি খবর মেলে। বিমান পরিষেবা চালু হলেও টিকিটের দাম ৪০ হাজার পেরিয়ে গেছে,অত দাম দিয়ে টিকিট নেওয়া সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন মণিহারের বাবা প্রসেনজিৎ তালুকদার।

ব্যর্থ বিএসএফ, ফের কৃষক অপহরণ রাজ্যের চাপে পড়ে তিন ঘণ্টায় মুক্তি

সংবাদদাতা, কোচবিহার : বারবার প্রমাণ হচ্ছে বিএসএপের ব্যর্থতা। কৃষ্ণকান্ত বর্মনের রেশ কাটতে না কাটতেই সেই শীতলকুচির সীমান্ত থেকেই ফের বাংলাদেশের দুষ্কৃতীরা তুলে নিয়ে গেল কৃষককে! যদিও রাজ্যের চাপে পড়ে তিন ঘণ্টার মধ্যে ওই কৃষককে ফেরানো হয়। অপহৃত কৃষকের নাম নছির মিয়া। দেশে ফিরে রাজ্য প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন নছির। তিনি জানিয়েছেন তাঁর ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা। ঠিক কী হয়েছিল? কাঁপা গলায় নছির বলেন, বুধবার জিরো খতিয়ান এলাকায় নিজের জমিতে চাষ করতে গিয়েছিলেন তিনি। অভিযোগ, বাংলাদেশিদের গবাদি পশু জমির ফসল নষ্ট করেছে গত কয়েকদিন থেকে। এরপর নছির মিয়া ওই গবাদি পশুর পিছু নিয়ে জমি লাগোয়া এক বাংলাদেশির বাড়িতে ঢুকে গেলে বাংলাদেশিরা তাঁকে আটক করেছে বলে অভিযোগ। জানা গেছে ওই বাংলাদেশিরা এরপরে বিজিবির হাতে তুলে দেয় নছির মিয়াকে।

■ নছির মিয়া প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানান।

সুফল বাংলার সৌজন্যে দুর্গম এলাকায় দুয়ারে সবজি

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী ● আলিপুরদুয়ার

দুর্গম এলাকার বাসিন্দাদের দীর্ঘ পথ পেরিয়ে যেতে হচ্ছে না বাজারে। বাড়ির দুয়ারেই মিলছে টাটকা সবজি। সৌজন্যে সুফল বাংলা। দুয়ারে সরকার কর্মসূচীর সাফল্যে পর, ডুয়ার্সের চা বাগানগুলিতে রাজ্য সরকারের সুফল বাংলার দুয়ারে সবজি কর্মসূচি ইতিমধ্যেই দুর্দান্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। দুয়ারে আনাজ বিক্রির জন্য কুমারগ্রাম, কালচিনি, বীরপাড়া ও মাদারিহাটে ছয়টি মহিলা কো-অপারেটিভ সোসাইটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি সোসাইটিকে গাড়িও দেওয়া হয়েছে। চা বাগানের প্রতিটি মহল্লায় ঘরের দুয়ারে তাজা শাক সবজি পৌঁছে দিয়ে তারা বিকল্প আয়ের পথ খুঁজে পেয়েছেন। অপর দিকে অনলাইনের যুগে বাড়ির চৌখাটে টাটকা শাক সবজি পেয়ে খুশি বাগানের শ্রমিকরা। কালচিনির মধু টি গার্ডেন মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটির পরিচালিকা কণিকা ধানোয়ার বলেন, রাজ্য সরকারের এই অভিনব উদ্যোগে আমরা আর্থিক আত্মনির্ভরতার বিকল্প পথ খুঁজে পেয়েছি।

সেনা ছাউনিতে জওয়ানের মৃত্যু

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : মঙ্গলবার গভীররাতে সেনা ছাউনিতে হঠাৎ গুলির শব্দ। সকলে ছুটে যেতেই দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে এক জওয়ানের দেহ। হাসিমারার ঘটনা। জওয়ানের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য তৈরি হয় হাসিমারা বায়ুসেনা ছাউনিতে। মৃত জওয়ানের নাম পুলকিত তক (২৮)। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, নিজের সার্ভিস রিভলভার থেকে গুলি করে আত্মঘাতী হয়েছেন। মৃত্যুর আসল কারণ জানতে শুরু হয়েছে তদন্ত।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অসুস্থ হয়ে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে মঙ্গলবার ভর্তি হয় সাগরভাঙা হাই স্কুলের শুভজিৎ সমাদ্দার। বুধবার সুস্থ বোধ করায় হাসপাতাল থেকেই তার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

আমার বাংলা
11 September, 2025 • Thursday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in
৯
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বৃহস্পতিবার

কর্মিসভায় চন্দ্রিমা : দেশ জুড়ে মন্দার মাঝেও বাংলায় বাজার সচল লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্য

সংবাদদাতা, বর্ধমান : লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্যই বাজার চাঙ্গা হয়েছে বলে বুধবার বর্ধমান সংস্কৃতি লোকমঞ্চে পূর্ব বর্ধমান জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত কর্মিসভায় বক্তব্য রাখতে এসে সাফ বললেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা রাজ্য মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এদিন তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মাধ্যমে বাংলার লক্ষ্মীদের হাতে টাকা দিয়েছেন বলেই এখানে বাজার সচল আছে। যখন সারা দেশে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছে, তখন বাংলায় বাজার ঊর্ধ্বগামী হয়েছে এই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্যেই। এদিন মন্ত্রী চন্দ্রিমা বলেন, ২০১২ সাল থেকে এমন কোনও বছর নেই যেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের কল্যাণের জন্য কোনও প্রকল্প নেননি। কেন্দ্র ১০০ দিনের কাজ বন্ধ করলেও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তা চালু রেখেছেন। আর এইসব প্রকল্পেই মেয়েদের শামিল করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, আইসিডিএস কর্মী এবং আশাকর্মীদের হাতে ফোন দেওয়ার কাজ চলছে। খুব

■ মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মিসভায় মন্ত্রী ও সংগঠনের সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

শিগগিরই টাকা ঢুকে যাবে। এদিন সংস্কৃতি লোকমঞ্চে ১৪তম এই সভায় আসা মহিলাদের কাছে মহিলা তৃণমূল কর্মীদের জন্য নতুন স্লোগান : মহিলা শক্তিই মূল। দিদির তৈরি তৃণমূলকে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান চন্দ্রিমা। তিনি বলেন, অন্যান্য রাজ্য তৃণমূলকে অনুসরণ করছে। অন্যান্য দেশ নারীদের অধিকারের জন্য নারীদিবস পালন করে আর বাংলায় নারীদের অধিকার দেওয়া হয়েছে বলে বাংলায় নারীদিবস পালন করা হয়। বাংলা ভাষার ওপর সন্ত্রাস নিয়ে প্রতিবাদ চলছে। চন্দ্রিমার কথায়, গান্ধীমূর্তির পাদদেশে তৃণমূলের সভার প্যান্ডেল খুলতে কেন্দ্র সরকার ন্যক্কারজনকভাবে সেনাদের ব্যবহার করেছে। আগে শনি, রবিবার হত, এখন প্রতিদিন হচ্ছে। ভাষার ওপর আক্রমণের প্রতিবাদকে আরও জোরালো করার ডাক দিয়ে চন্দ্রিমা বলেন, যাঁরা বাংলা ভাষা নিয়ে ট্যুইট করছেন, তাঁরা অজ্ঞ। তাঁরা এবার কুইট করুন। এসআইআর নিয়ে তিনি বলেন, এসআইআরের মাধ্যমে বাংলার একটা বৈধ ভোটারকেও বাদ দিতে দেওয়া হবে না। এটা তৃণমূল কংগ্রেসের অঙ্গীকার। তিনি বলেন, বিজেপি চেষ্টা করলেও বিভেদ সৃষ্টি করতে পারবে না। তৃণমূলে কোনও বিভেদ নেই। সকলে মিলেই টিম। তিনি বলেন, ওরা ২৬-এর দুঃস্বপ্ন দেখছে। মহিলা-পুরুষ সকলে মিলেই দলকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান চন্দ্রিমা। অন্যদিকে, এদিন আধার কার্ডকে এসআইআরে সংযুক্ত করার সুপ্রিম নির্দেশ সম্পর্কে চন্দ্রিমা বলেন, এটা থেকেই প্রমাণিত যে নির্বাচন কমিশন ভুল ছিল। এদিন সংস্কৃতি লোকমঞ্চের এই সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী নীলা মুন্সী, জেলা তৃণমূল সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক খোকন দাস, অলোক মাঝি, শম্পা ধাড়া, বিডিএর চেয়ারম্যান উজ্জ্বল প্রামাণিক, ভাইস চেয়ারম্যান কাকলি গুপ্ত তা-সহ জেলার মহিলা কংগ্রেস নেত্রীরা।

পুজো কমিটির সঙ্গে পুলিশের সমন্বয় সভা

■ অনুদানের চেক দিচ্ছেন সাংসদ মহুয়া মৈত্র।

সংবাদদাতা, নদিয়া : কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশের উদ্যোগে বুধবার কৃষ্ণনগর রবীন্দ্রভবনে পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে সমন্বয় সভা হল। ছিলেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র, নদিয়ার সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মীর, জেলাশাসক এস অরুণ প্রসাদ, পুলিশ সুপার অমরনাথ, করিমপুরের বিধায়ক বিমলেন্দু সিংহরায়, নবদ্বীপের বিধায়ক-সহ অন্যরা। অনুষ্ঠানে শেষে প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রতিটি ব্লকের পুজো কমিটির হাতে মুখ্যমন্ত্রীর পুজো অনুদানের এক লক্ষ দশ হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, এ বছর জেলার প্রায় ১৫৭৫টি পুজো অনুদানের টাকা পাচ্ছে। সাংসদ মহুয়া মৈত্র জানান, সকলেই আনন্দ উৎসবে মেতে উঠুন, কিন্তু অন্যের সমস্যা সৃষ্টি না করে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই বিজেপি সদস্য দল ছেড়ে যোগ দেওয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠ তৃণমূল

সংবাদদাতা, ওন্দা : মানিক বাজারের পর আরও একটি বিজেপি পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত দখলের পথে কার্যকর পদক্ষেপ করল তৃণমূল। ওন্দার চিঙ্গানি গ্রাম পঞ্চায়েতের দুজন বিজেপি সদস্য তৃণমূলে যোগদান করলেন জেলা

■ দলে নবাগতদের হাতে তৃণমূলের পতাকা দান।

তৃণমূল সভাপতির হাত ধরে। ফলে এই গ্রাম পঞ্চায়েতে এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ তৃণমূল। চিঙ্গানি গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ১৩টি আসনের ৭টিতে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী হয় বিজেপি। ফলে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে এই গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন করে তারা। নির্বাচনের এক মাস পরেই সিপিএমের জয়ী সদস্য তৃণমূলে যোগ দিলে তৃণমূলের আসন বেড়ে হয় ৫। বুধবার এই গ্রাম পঞ্চায়েতের কামারকাটার দুটি বুথের দুই বিজেপি সদস্য তারাপদ পাল ও গণেশ মল্ল বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে এসে জেলা তৃণমূল সভাপতি সুব্রত দত্তের হাত থেকে তৃণমূলের পতাকা গ্রহণ করেন। ফলে বর্তমানে এই গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপির সদস্য সংখ্যা হল ৫, তৃণমূলের আসন সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭-এ। ফলে আগামী দিনে অনাস্থা ডেকে এই গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূল নিজেদের হাতে নিতে চলেছে। ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের আগে একের পর এক বিজেপির গ্রাম পঞ্চায়েত হাতছাড়া হতেই রাতের ঘুম উড়েছে জেলা বিজেপি নেতাদের। অন্যদিকে নিজেদের দলকে আরও শক্তিশালী করে তুলছে তৃণমূল। বিজেপি ছেড়ে আসা দুই সদস্য জানান, ওই দলে থেকে মানুষের উন্নয়ন হচ্ছিল না। তৃণমূলের উন্নয়ন যজ্ঞে শামিল হতেই যোগ দিলাম।

বিপন্ন বাংলাভাষী উন্মোচনে অধ্যক্ষ

প্রতিবেদন : বাংলা ভাষার ইতিহাস, বর্তমান ও সংকটের গল্প উঠে এল বইয়ের পাতায়। সময়ের কণ্ঠ সংবাদপত্রের সম্পাদক জামিতুল ইসলামের লেখা গবেষণাধর্মী 'বিপন্ন বাংলাভাষী' মঙ্গলবার বিকেলে আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হয় বিধানসভায়। মোড়ক উন্মোচন করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। অধ্যক্ষ বলেন, জামিতুল ইসলামের লেখা গ্রন্থে বাংলাভাষা ও বাঙালির ঐতিহ্যকে তুলে ধরা হয়েছে।

হাতির ভয়, পরীক্ষার্থীদের নিরাপত্তা দিলেন বিধায়ক

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বড়জোড়া বিধানসভার হাতিপ্রবণ এলাকাগুলিতে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের নিরাপত্তায় বিশেষ উদ্যোগ নিলেন স্থানীয় বিধায়ক অলক মুখোপাধ্যায়। বড়জোড়ার লক্ষ্মীনারায়ণপুর, বহরাখুল্লা, গদারডিহি, সরাগাড়া, সংগ্রামপুর, জগন্নাথপুর বেলুট, গোবিন্দপুর ও পাবোয়া গ্রাম সংলগ্ন এলাকায় এই সময় প্রায়শই হাতির আতঙ্ক দেখা দেয়। সেই সময়েই শুরু হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষার্থীরা যাতে নির্বিঘ্নে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছতে পারে এবং নিরাপদে বাড়ি ফিরতে পারে, তার জন্য বন দফতর ও পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় বিশেষ নজরদারি চালু হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের জঙ্গল এলাকা দিয়ে পারাপারের সময় বনকর্মীদের সঙ্গে সরাসরি উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অলক মুখোপাধ্যায়। বহু ক্ষেত্রে তিনি নিজে পরীক্ষার্থীদের হাত ধরে গাইড করে নিরাপদে পৌঁছে দেন। এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন পরীক্ষার্থী থেকে সাধারণ মানুষ।

■ পরীক্ষার্থীদের সঙ্গী অলোক মুখোপাধ্যায়।

পুজোয় ব্যস্ত পিংলার পটশিল্পীরা, হোটেল-মণ্ডপ থেকে আসছে কাজের অর্ডার

মৌসুমী হাইত ● পিংলা

পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলা ব্লকের নয়া গ্রামের মাঠে এখন উৎসবের আনন্দ আর সৃষ্টির মহোৎসব। পুজোর আগে থেকেই পটশিল্পীরা তাঁদের ব্রাশ, রঙ আর পারদর্শিতার মাধ্যমে সৃষ্টিকাজে ব্যস্ত। এ বছরের পুজো পটচিত্রশিল্পীদের জন্য এক স্বপ্নের যাত্রায় পরিণত।গ্রামের প্রখ্যাত শিল্পী স্বর্ণ চিত্রকর আড়াই ফুট চওড়া ও চার ফুট লম্বা ৮০টি দুর্গা পটচিত্রের কাজ প্রায় শেষ করে ফেলেছেন। তিনি জানান, এই পটচিত্র কোনও মণ্ডপের জন্য নয়, এগুলো যাবে কলকাতার এক নামী হোটেলে। যার জন্য তিনি পেয়েছেন ৭ লক্ষ টাকার বরাত। তাঁর কথায়, এখন সারা বছর কাজ হয়, বিশ্বের দরবারে নয়ার পটচিত্রের পরিচিতি ঘটিয়েছেন পিংলার পটশিল্পীরা। পিংলার পটের কথা এখন সবাই জানেন। স্বনামধন্য শিল্পী বাহাদুর চিত্রকর, রূপসনা চিত্রকর, নাজরা চিত্রকররেরা কলকাতার একটি মণ্ডপ সাজানোর জন্য পেয়েছেন ২ লক্ষ টাকার বেশ কিছু দুর্গা, কৃষ্ণ এবং নানা পৌরাণিক দৃশ্য দিয়ে গড়া বিভিন্ন মাপের পটচিত্রের অর্ডার। এছাড়াও পুজোর আগে কলকাতা-সহ বাংলার নানা জায়গা থেকে পর্যটকেরা আসছেন গ্রামে, পটশিল্পকর্ম কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। পটের ক্লিচে ছাপানো টি-শার্ট, কুর্তি, শার্ট,

দোপাট্টা ইত্যাদির কদর বাড়ছে। বাড়ছে পটচিত্রের সম্প্রসারণ এবং আর্থিক সমৃদ্ধি। পুরনো দিনে দলে দলে ঘুরে গান গাইতে গাইতে উপার্জন করতে হত। এখন আর তার প্রয়োজন পড়ে না। পটশিল্পীরা পেয়েছেন সরকারি বৃত্তি এবং ভাতা। সরকারিভাবে তাঁদের আদর ও মর্যাদা বেড়েছে। বাজারে, পুজোমণ্ডপে, হোটেলেও এখন পটচিত্রের ঝলক। পুজোর আগে কাজের চাপ বাড়ায় খুশি পটশিল্পীরা। তাঁদের কথায় বিরক্তির বদলে ধরা পড়ছে উদ্যম, সবাই কমবেশি কাজ পাচ্ছি, সারা বছর কাজ হচ্ছে। তবে সদিচ্ছা, স্বচ্ছতা ও সৃষ্টিশীল কাজের ধরন চাই। পট চিত্রকলা যেন ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকেও নজর রাখতে হবে।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
11 September, 2025 • Thursday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

দেড় মাসের মধ্যে ২৫ লক্ষ বরাদ্দে রাস্তা বানাবে জেলা পরিষদ, সূচনায় বিধায়ক

সংবাদদাতা, হলদিয়া : পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদল বিধানসভার অন্তর্গত হলদিয়া পঞ্চায়েত সমিতির দেউলপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকায় শুরু হল প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাস্তা তৈরির কাজ। বুধবার নারকেল ফাটিয়ে কাজের সূচনা করেন বিধায়ক তিলক চক্রবর্তী, হলদিয়ার বিডিও সৌরভ মাজি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মৌমিতা ঘোড়াই প্রধান-সহ অন্যরা। দেউলপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতের চকলালপুর গ্রামের প্রায় ৭৬১ মিটার রাস্তা দীর্ঘদিন বেহাল ছিল। স্থানীয়রা একাধিকবার কংক্রিটের রাস্তার জন্য আবেদন জানান। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে এবার জেলা পরিষদের পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকায় শুরু হল এই রাস্তা তৈরির

■ রাস্তা নির্মাণের সূচনায় বিধায়ক, বিডিও-সহ অন্যরা।

হলদিয়া

কাজ। ৪৫ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ রাস্তাটি নির্মাণের টেন্ডার সম্পন্ন হয়েছে। এই রাস্তা নির্মাণে বরাদ্দ করা হয়েছে ২৪ লক্ষ ৯৯ হাজার ৯৯৬ টাকা। চকলালপুর গ্রামের নৃপেন দাসের বাড়ি থেকে কালীকিংকর দলইয়ের বাড়ি পর্যন্ত এই রাস্তা হবে। বুধবার রাস্তার কাজের সূচনা হতে খুশি স্থানীয় মানুষজন। বিধায়ক তিলক চক্রবর্তী বলেন, মানুষের সমস্যার কথা ভাবাই আমাদের কাজ। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিনরাত এক করে মানুষের কথা ভাবেন। মানুষের সমস্যা মেটাতেই এই রাস্তা তৈরির উদ্যোগ নিয়েছি। এক থেকে দেড় মাসের মধ্যেই রাস্তার কাজ শেষ হয়ে যাবে।

জঙ্গলমহলে হাতি উল্টে দিল পুলকার

সংবাদদাতা, শালবনি : বুধবার সকালে শালবনির রঞ্জা এলাকায় একটি স্কুলের পুলকার জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় গাড়িটিকে মাটিতে ফেলে দুমড়ে-মুচড়ে দেয় একটি হাতি। চালক কোনওরকমে পালিয়ে প্রাণ বাঁচান। গাড়ির মধ্যে ছাত্রছাত্রী না থাকায় কোনও ক্ষতি হয়নি। তবে বারবার হাতির দল এভাবে যখন-তখন লোকালয়ে চলে আসায় মানুষ যথেষ্ট আতঙ্কে রয়েছেন। বুধবার স্কুলের গাড়ি উল্টে ভাঙচুর করায় আতঙ্ক বেড়েছে জঙ্গলমহলের অধিবাসীদের মধ্যে। সাধারণত শীতের সময় ঝাড়খণ্ডের দলমা পাহাড় থেকে হাতির দল প্রবেশ করে মেদিনীপুরের জঙ্গলমহল এলাকায়। তবে এই বছর শীতের মরশুম শুরুর আগেই পশ্চিম মেদিনীপুরের পিড়াকাটা রেঞ্জের রওনজা বিটের ঘাগড়াশোল, আমঝরনা, জয়নারায়ণপুর-সহ বিভিন্ন এলাকায় রামলালদের আবির্ভাব দেখা যাচ্ছে। পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী জেলা থেকেও এই রেঞ্জে ৭৭টি হাতির আবির্ভাবের ফলে উদ্বিগ্ন কৃষক থেকে সাধারণ মানুষ। এই সময় মাঠ ভরা ধান ও বিভিন্ন ধরনের সবজির চাষাবাদ হয়েছে। তাই হাতির দল মাঠে ঢুকলে ফসল নষ্ট হওয়ার প্রবল সম্ভাবনায় আতঙ্কিত সকলে। হাতি থেকে মানুষকে সুরক্ষা এবং হাতিকেও গ্রামবাসীদের থেকে সুরক্ষা দিতে তৎপর বন দফতর। বারে বারে মাইকিং করে তারা গ্রামবাসীদের উদ্দেশে জানাচ্ছে, বন্যপ্রাণী শিকার থেকে বিরত থাকুন। এটা দণ্ডনীয় অপরাধ।

শিক্ষক দিবস পালনে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি

প্রতিবেদন : পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ঝাড়গ্রাম জেলা আয়োজিত শিক্ষক দিবস ২০২৫ উদযাপন হল ডিএম হলে। ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূল সভাপতি ও বিধায়ক দুলাল মুর্মু, জেলা সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডি, বিধায়ক দেবনাথ হাঁসদা, প্রাক্তন মন্ত্রী চূড়ামণি মাহাত, জেলা বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান জয়দীপ হোতা, সংগঠনের রাজ্য সভাপতি পলাশ সাধুখাঁ, জেলা সভাপতি ও জেলা পরিষদের মেন্টর স্বপন পাত্র, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সুমন সাহু, সংগঠনের রাজ্য সহ-সভাপতি কার্তিক দে, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শান্তনু দে, ভাস্কর কুণ্ডু, সম্পাদক উজ্জ্বল পাত্র-সহ অগণিত শিক্ষক-শিক্ষিকা।

ঝাড়গ্রাম

পাড়া শিবিরে এলাকার সমস্যা শুনে সমাধানের আশ্বাস জেলাশাসকের

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর ১ ব্লকের শাশড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের টিকায়েতপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বুধবার অনুষ্ঠিত হল আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবির। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক সুনীল আগরওয়াল, গোপীবল্লভপুর ১ ব্লকের বিডিও শ্যামসুন্দর মিশ্র, নয়াগ্রামের বিধায়ক দুলাল মুর্মু, গোপীবল্লভপুর ১ পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি সত্যরঞ্জন বারিক-সহ একাধিক প্রশাসনিক কর্তা। শিবিরে জেলাশাসক সুনীল আগরওয়াল সরাসরি গ্রামবাসীদের অভাব-অভিযোগ শুনে জানান, প্রতিটি সমস্যা যথাযথ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। এছাড়াও ব্লক প্রশাসনের আধিকারিক ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের নিয়ে আলোচনাও

■ পাড়া শিবিরে জেলাশাসক সুনীল আগরওয়াল।

করেন জেলাশাসক। বিধায়ক দুলাল মুর্মু জানান, রাজ্য সরকার প্রতিটি বুথের জন্য ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। ফলে গ্রামবাসীদের ছোটখাটো সমস্যার দ্রুত সমাধান সম্ভব হবে। তিনি আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই কর্মসূচি শুরু করায় প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষ উপকৃত হচ্ছেন।

মহিষাদলের শিবিরে জনসংযোগে বিধায়ক, নেতৃত্ব

সংবাদদাতা, মহিষাদল : আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচিতে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশমতো প্রতিটি শিবিরে পৌঁছে যাচ্ছেন জনপ্রতিনিধিরা। বুধবার দুপুরে মহিষাদল ব্লকের লক্ষ্যা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান কর্মসূচি পরিদর্শনে যান বিধায়ক তিলক চক্রবর্তী। সঙ্গে ছিলেন মহিষাদলের বিডিও বরুণাশিস সরকার, মহিষাদল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিউলি দাস, জেলা পরিষদের সীমা মাইতি, অঞ্চল প্রধান সুদর্শন মাইতি, অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি ছবিলাল মাইতি। সাধারণ মানুষের সমস্যা খতিয়ে দেখে বিধায়ক বলেন, এতদিন জনপ্রতিনিধিরা ঠিক করতেন কোন কাজ আগে হবে। এবার সাধারণ মানুষই ঠিক করবেন কোনটা আগে হবে। এটা মুখ্যমন্ত্রীর যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

সৌন্দর্যে, উন্নয়নে নজির গড়ে মডেল পঞ্চায়েত

সামসি

সংবাদদাতা, মালদহ: রতুয়া ১ ব্লকের সামসি গ্রাম পঞ্চায়েত দফতর জেলায় এক অভিনব দৃষ্টান্ত হয়ে উঠল। শিক্ষামূলক ভ্রমণ কর্মসূচি উপলক্ষে দক্ষিণ দিনাজপুর-সহ একাধিক জেলার প্রায় ৪০ জনপ্রতিনিধি, প্রধান, উপপ্রধান ও সদস্যরা এসে বুধবার ঘুরে দেখেন সামসি গ্রাম পঞ্চায়েত। দ্বিতল দফতরের প্রতিটি দেওয়াল যেন একেকটি শিল্পকর্ম। কোথাও মনীষীদের ছবি ও বাণী, কোথাও সামাজিক বার্তা। আবার কোথাও ধরা পড়েছে জেলার ঐতিহাসিক পর্যটন কেন্দ্রের ঝলক। পাশাপাশি গ্রাম বাংলার হারিয়ে যাওয়া শিল্পসংস্কৃতিকেও তুলির আঁচড়ে নতুনভাবে ফিরিয়ে এনেছেন শিল্পীরা। শুধু নান্দনিক সৌন্দর্য নয়, উন্নয়নমূলক কাজেও এই দফতর নজর কেড়েছে সবার। এখানে রয়েছে স্মার্ট ক্লাসরুম, যেখানে এলাকার মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে পারে। এই ক্লাসে পড়ান স্বয়ং বিডিও-সহ ব্লকের আধিকারিকরা। অতিথিদের অভ্যর্থনা জানান সামসি পঞ্চায়েতে প্রধান মনীষা দাস, উপপ্রধান তাহাজুদ্দিন আহমেদ ও অন্য সদস্যরা। বৈঠকে প্রতিটি ঘরের নামকরণ, অতিথিকক্ষ, স্মার্ট ক্লাসরুম থিম ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে মহিলাদের স্বশক্তিকরণের দিকগুলি তুলে ধরা হয়। প্রধান বলেন, সৌন্দর্য ও থিম দেখে সবাই প্রশংসা করেছেন। ভবিষ্যতে আরও উন্নতভাবে সাজাতে চাই পঞ্চায়েতকে।

■ পঞ্চায়েত কার্যালয় পরিদর্শনে দক্ষিণ দিনাজপুরের জনপ্রতিনিধিরা।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকায় পুজোর প্রস্তুতি ধুর্পা গ্রামের প্রমীলাদের

তুহিনশুভ্র আগুয়ান ● তমলুক

মেঠোপথ ধরে এক সময় এ-গ্রাম থেকে ও-গ্রামে ছুটে যেতে হত দশভুজার চরণে অঞ্জলি নিবেদনের উদ্দেশ্যে। নিজেদের গ্রামে মাতৃশক্তির আরাধনা যেন স্বপ্নই ছিল শম্পা, পিঙ্কি, নমিতাদের কাছে। আজ সেই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত। রাজ্য সরকারের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকায় নিজেদের গ্রামেই দুর্গাপুজো করছেন ধুর্পা গ্রামের প্রমীলারা। ফলে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক থানার শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের এই গ্রামের প্রমীলাদের মনে। এখন তাঁদের গ্রামেও জ্বলে রংবাহারি আলো, ঢাকের বাদ্যিতে ভোরে ওঠে গোটা গ্রাম। ধুপ-ধুনোর গন্ধে ম ম করে চারপাশ। সন্ধিপুজোর মহামন্ত্রে জাগ্রত হয় আধ্যাত্মিক শক্তি। তাই রাত-দিন এক করে পুজোর প্রস্তুতিতে মেতেছেন গ্রামের মেয়েরা। রাজ্য সরকার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প চালু করায় বুকে সাহস পেয়েছেন তাঁরা। ২০২৩ থেকেই শুরু তাঁদের এই মাতৃশক্তি

■ গ্রামের মেয়েরা ব্যস্ত তাঁদের পুজোর প্রস্তুতিতে।

আরাধনা। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা জমিয়ে পুজোর যাবতীয় আয়োজন হয় মাতৃশক্তি পুজো কমিটির নামে। গোড়ার দিকে ৬০-৭০ জন সদস্য থাকলেও বর্তমানে তা ১০০ ছুঁইছুঁই। ঘরসংসার সামলে পুজোর প্রস্তুতিতে নিজেরাই সর্বেসর্বা। প্রত্যেকে যে যার জমানো লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা দেন পুজো ফান্ডে। তা দিয়েই বাঁশের কাঠামোয় রঙিন কাপড়ে তৈরি হয় প্যান্ডেল। তৈরি হয় মহামায়ার মূর্তি। নিজেরাই বিকেলে বেরিয়ে পড়েন চাঁদা তুলতে। তাঁদের কাছে এই উৎসব যেন শক্তি ও জাগরণের এক প্রতীক। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার পুজো নিয়ে মিটিং হয়ে গিয়েছে। প্যান্ডেল তৈরির কাজ শুরু হয়েছে প্রায় এক মাস আগে। প্রতিমা তৈরি চলছে জোরকদমে। লাইট থেকে মাইক সব বুকিং সারা। এখন শুধু দেবীর আগমনের অপেক্ষায় ধুর্পা গ্রামের প্রমীলারা। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আজ তাঁদের কাছে আনন্দ উৎসবের অন্যতম সম্বল ও শক্তি হয়ে উঠেছে। পুজো কমিটির সম্পাদিকা শম্পা জানা বলেন, আগে ভাবতাম আমাদের গ্রামে কি কোনওদিন পুজো হবে না! এখন সেই ভাবনা বাস্তবে রূপায়িত। আমরা সকলেই যে যার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা জমিয়ে এই পুজো করি। গ্রামের সকলে মেতে ওঠেন এই পুজোয়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিজেপির মধ্যপ্রদেশে শুনশান রেলস্টশনে ধর্ষণের শিকার হলেন এক তরুণী। কিন্তু তাঁর অভিযোগ শোনার মতো কেউ ছিল না সিঙ্গরাউলি স্টেশনে। শেষে স্বামীকে নিয়ে ৩০০ কিমি পথ পেরিয়ে এফআইআর করতে হল তাঁকে

নতুন উপরাষ্ট্রপতিকে ৮ দফা পরামর্শ ডেরেকের

রাজ্যসভায় সমান গুরুত্ব দিতে হবে বিরোধী সাংসদদের

প্রতিবেদন: রাজ্যসভায় আলোচনার জন্য বিরোধীদের নোটিশ গ্রহণ করা হোক আরও বেশি সংখ্যায়। নতুন উপরাষ্ট্রপতিকে এই পরামর্শ দিয়েছেন রাজ্যসভায় তৃণমূলের দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। তাঁর যুক্তি, কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের জবাবদিহি এবং দায়বদ্ধতার কারণেই নোটিশ গ্রহণের সংখ্যা বাড়ানো জরুরি। নবনির্বাচিত উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণনকে মোট ৮ দফা পরামর্শ দিয়েছেন ডেরেক। রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের আসনে বসার আগে এই পরামর্শ। মনে

করিয়ে দিয়েছেন তাঁর কী কী করণীয়। রীতিমতো তথ্য তুলে দিয়ে তৃণমূলের রাজ্যসভার নেতা দাবি জানিয়েছেন, যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে বিরোধীদের। তাঁর পরিসংখ্যান, ২০০৯ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত ৮ বছরে রাজ্যসভায় আলোচনার জন্য গৃহীত হয়েছিল ১১০টি নোটিশ। কিন্তু পরের ৮ বছরে অর্থাৎ ২০১৭ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে এই সংখ্যাটা নেমে দাঁড়ায় ৩৬। গণতন্ত্রের স্বার্থে আরও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেছেন ডেরেক। দাবি জানিয়েছেন, বিরোধী সদস্যদের গণহারে সাসপেন্ড বন্ধ করা হোক। পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, ২০২৩ সালে সংসদে সাসপেন্ড করা হয়েছিল মোট ১৪৬ জনকে। তার মধ্যে ১০০ জনই লোকসভার সদস্য। সংসদের ইতিহাসে এই ঘটনা সত্যিই অভূতপূর্ব। এই প্রবণতা অবিলম্বে বন্ধ করার দাবি জানিয়েছেন তিনি। ডেরেকের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি, চেয়ারপার্সন বা ডেপুটির অনুপস্থিতিতে রাজ্যসভায় সভাপতিত্ব করার জন্য ভাইস চেয়ার হিসেবে মনোনীত করতে হবে ৬ জন সদস্যকে। তাঁর অভিযোগ, সরকার পরিচালিত সংসদ টিভিতে ক্যামেরা এবং অনলাইনে ফোকাস করা হয় শুধুমাত্র ট্রেজারি বেঞ্চকেই। বিরোধী সাংসদদের বিক্ষোভ আদৌ দেখানো হয় না। এটা কি বিরোধী পক্ষকে সেন্সর করা নয়। অবিলম্বে বন্ধ হোক এই বৈষম্য।

ডেরেকের আর্জি, রাজ্যসভায় পেশ করা বিল আরও বেশি পরিমাণে বিশেষজ্ঞদের পর্যালোচনার জন্য পাঠানো হোক সংসদীয় কমিটিতে। যাতে প্রতিটি সদস্য বিলে সংশোধনী আনার সুযোগ পান, তা নিশ্চিত করা হোক। ইলেকট্রনিক ভোটিংয়ের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হোক সদস্যদের। অবসান হোক গত কয়েক বছর ধরে চলে আসা এই অধিকার থেকে বঞ্চনার।

সংখ্যাতত্ত্বের প্রতারণা নয়, জবাব দিক বিজেপি

প্রতিবেদন: উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর থেকেই বিরোধী শিবিরের ঐক্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করছে বিজেপি তথা মোদি সরকার। তাদের এই নোংরা রাজনৈতিক অভিসন্ধির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই প্রসঙ্গেই দলের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বুধবার দিল্লিতে মোদি সরকারকে একহাত নিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। তাঁর কথায়, উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিরোধী শিবিরের ১৫টি ভোট বাতিল হয়েছে না বিরোধী দলগুলির কয়েকজন সদস্য ক্রস ভোটিং করেছেন, তার হিসেব না কষে বিজেপি আগে জানাক, কেন ২২২৭ দিন ধরে লোকসভায় কোনও ডেপুটি স্পিকার নেই? কেন ৮৬১ দিন ধরে মণিপুরে হিংসা থামেনি ? কেন বিজেপি সভাপতি জে পি নাড্ডার মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯৬৬ দিন পরেও কোনও সর্বভারতীয় সভাপতি বাছতে পারল না বিজেপি? কেন ১২৮১ দিন ধরে মনরেগা খাতে বাংলার ন্যায্য প্রাপ্য টাকা আটকে রাখা হয়েছে ? কেন ৪১১৬ দিন ধরে সংসদে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিরোধীদের প্রশ্নের কোনও উত্তর দেননি? কেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একতরফা শুল্ক ঘোষণার ১৪ দিন পরেও ভারত সরকার তার যোগ্য জবাব দিতে পারল না? আগে এই ৬টি প্রশ্নের উত্তর দিক মোদি সরকার।

কেন্দ্রকে তোপ শীর্ষ আদালতের

প্রতিবেদন: রাজ্যপালের কাছে ৩-৪ বছর ধরে বিল আটকে থাকার পরেও কোন মুখে কেন্দ্র বলছে, মিথ্যা আশঙ্কা করছে রাজ্যগুলি। বুধবার বিলের সম্মতি সংক্রান্ত এক মামলার শুনানিতে এই প্রশ্ন তুলল সুপ্রিম কোর্ট।

চিন সীমান্তে থমকে কৈলাস-মানস সরোবর ফেরত যাত্রীরা

আটকে পড়া ভারতীয়দের ফেরাতে নেপালে পাঠানো হচ্ছে বিশেষ বিমান

কাঠমান্ডু: নেপালে আটকে থাকা ভারতীয়দের নিরাপদে দেশে ফেরানোর জন্য বিশেষ বিমান পাঠাচ্ছে দিল্লি। এ-ব্যাপারে নেপালের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করে কথাবার্তা চালানো হচ্ছে কাঠমান্ডুতে ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে। ভারতীয় বায়ুসেনার দুটি বিমান বৃহস্পতিবারই নয়াদিল্লি থেকে উড়তে পারে নেপালের উদ্দেশ্যে। এখনও পর্যন্ত খবর, অন্তত ৪০০ ভারতীয় আটকে রয়েছে কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন বিমানবন্দরে। কারণ, নেপালের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার থেকেই বন্ধ এই বিমানবন্দর। বিমান ওঠানামা সম্পূর্ণ বন্ধ। বাতিল করা হয়েছে ভারত-সহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী অনেক বিমান। বিমানবন্দরের দখল নিয়েছে সেনাবাহিনী। কিন্তু সমস্যাটা শুধু বিমানবন্দরে নয়, নেপালের বিভিন্ন জায়গায় আটকে পড়েছেন বহু ভারতীয়। সংখ্যাটা সুনির্দিষ্টভাবে জানা না গেলেও তাঁদের একটা বড় অংশই পর্যটক। ব্যবসা এবং অন্য কাজে গিয়েও সেখানে আটকে পড়েছেন অনেকে। সাম্প্রতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে তাঁদের মধ্যে। কাতর আর্তি, আমাদের বাঁচান। আর দেরি না করে এখনই দেশে ফেরার ব্যবস্থা করুন। ভারতীয় ভলিবল খেলোয়াড় উপাসনা গিল খেলতে গিয়ে আটকে পড়েছেন

নেপালে। তিনি ভারতীয় দূতাবাসের কাছে আর্জি জানিয়েছেন, দ্রুত যেন উদ্ধার করা হয় আটকে থাকা ভারতীয়দের। শুধু নেপালের ভেতরেই নয়, সীমান্তের ওপারে চিনেও আটকে পড়েছেন বেশ কিছু ভারতীয়। কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রা সেরে তিব্বত দিয়ে ফেরার পথেই তাঁরা আটকে পড়েছেন নেপাল-চিন সীমান্তে। অন্তত দু'হাজার পুণ্যার্থী চিনের তিব্বত প্রদেশের ছোট্ট গ্রাম ড্রাচেনে আটকে রয়েছেন মঙ্গলবার থেকে। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ভারতীয়। কারণ, অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে মঙ্গলবারই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে নেপাল সীমান্ত। বিকল্প পথও জানা নেই আটকে পড়া ভারতীয়দের।

নেপালে আটকে পড়া ভারতীয়দের আশ্বস্ত করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, সারা রাত উত্তরকন্যায় পাহারা দিয়েছি। আশা করি শান্তি ফিরে আসবে। মনিটরিং করব। পর্যটক যাঁরা গিয়েছেন, এটুকু বলব, আমরাও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দেখছি। ১-২ দিন অপেক্ষা করুন। আস্তে আস্তে আপনাদের ফিরিয়ে আনব। চিন্তা করবেন না। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে কোনও বিপদের মধ্যে পড়বেন না। ওরা শান্তি ফেরাক, আমরা প্রতিবেশী দেশে শান্তি ফিরে এলে খুশি হব। প্রধানমন্ত্রী সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, নেপালের হিংসা হৃদয়বিদারক। এত তরুণ প্রাণ হারিয়েছেন, আমি মর্মাহত। নেপালে শান্তি, স্থিতিশীলতা আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নেপালের ভাই-বোনেদের অনুরোধ, শান্তিকে সমর্থন করুন। এদিকে নেপালের জেল ভেঙে পালানো কয়েদিরা ভারতে পালিয়ে আসতে চাইছে বলে খবর। তারা যাতে এদেশে ঢুকতে না পারে তার জন্য কড়া নজরদারি চালাচ্ছে বিএসএফ এবং পুলিশ। ইতিমধ্যেই নেপালের জেল থেকে পালিয়ে ভারতে ঢুকতে চেষ্টা করে ধরা পড়েছে ৫ জন। গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ওই কয়েদিদের। ভারতের বিদেশমন্ত্রকের পক্ষ থেকেও ইতিমধ্যে জারি করা হয়েছে দু'টি বিজ্ঞপ্তি। বলা হয়েছে, নেপালের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে ভারতীয় নাগরিকদের আপাতত নেপালে যেতে নিষেধ করল বিদেশমন্ত্রক। নেপালে এই মুহূর্তে যেসব ভারতীয়রা রয়েছেন তাঁদেরও আপাতত ঘরের বাইরে বের হতে বারণ করা হয়েছে। এ-ব্যাপারে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে বিদেশমন্ত্রকের পক্ষ থেকে। সেখানকার ভারতীয়দের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করুন। স্থানীয় প্রশাসনের গাইডলাইন মেনে চলুন। দেওয়া হয়েছে দুটি হেল্পলাইন নম্বরও। উল্লেখ্য, বহু ভারতীয় পর্যটক এই মুহূর্তে আটকে পড়েছেন নেপালে।

সংবিধান নিয়ে গর্বিত প্রধান বিচারপতি গাভাই

নয়াদিল্লি: **নেপালের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির প্রক্ষিতে ভারতীয় সংবিধান নিয়ে রীতিমতো গর্ব করলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাই। একটি মামলার শুনানিতে তাঁর মন্তব্য, আমরা আমাদের সংবিধান নিয়ে গর্বিত। প্রতিবেশী দেশগুলোর দিকে তাকান। নেপালে কী হচ্ছে, আমরা দেখেছি। তাঁর সঙ্গে সহমত পোষণ করলেন বিচারপতি বিক্রম নাথও।**

নাগরিকত্ব যাচাই করবে শুধু পুলিশ?

প্রতিবেদন: নাগরিকদের ন্যায্য অধিকার কাড়তে এবার অমানবিকতার বুলডোজার চালাবে বিজেপি সরকার। সন্দেহ হলেই যেকোনও নাগরিকের নাগরিকত্বের প্রমাণ চাইবে অসমের গেরুয়া সরকার। প্রমাণ করতে পারলে তবেই

অসমে গেরুয়া ফতোয়া

বাস করতে পারবে অসমে। এবার আর আদালতে নয়, অসম পুলিশই বিচার করবে নাগরিকত্বের প্রমাণ যথেষ্ট কি না। উপযুক্ত নয় মনে হলেই সেই নাগরিককে বের করে দেওয়া হবে অসম থেকে। দেশের নাগরিকদের বিদেশি প্রমাণে নতুন নীতি গ্রহণ করল হিমন্ত বিশ্বশর্মার অসম। এতদিন বাংলার নাগরিকদের হেনস্থায় বারবার নাগরিকত্ব ট্রাইব্যুনালের সামনে ঠেলার পন্থা নিয়েছিল অসমের বিজেপি সরকার। এবার তার থেকে আরও একধাপ এগিয়ে গেল অসম বিজেপি। মন্ত্রিসভায় পাশ হল এমন এক প্রস্তাব, যেখানে নাগরিকত্বের নথি যাচাই করবেন ডেপুটি কমিশনার পদমর্যাদার পুলিশ আধিকারিক। মঙ্গলবার অসমের মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, অসমে কোনও ব্যক্তিকে অনুপ্রবেশকারী বলে মনে হলে তাকে নাগরিকত্বের প্রমাণ পেশ করতে হবে। ১০ দিন সময় দেওয়া হবে নথি পেশ করার জন্য। ডেপুটি কমিশনার পদমর্যাদার আধিকারিক সেই নথি যাচাই করবেন। অসমের ১৯৫০ সালের ইমিগ্রান্টস আইন অনুযায়ী। যদি পুলিশ সেই নথিকে উপযুক্ত মনে না করে তবে সেই নাগরিককে অনুপ্রবেশকারী বলে চিহ্নিত করা হবে। এরপর নির্দিষ্ট পথে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে অসম থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। সমস্ত সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিত ব্যক্তির নথি ও বায়োমেট্রিক পাবেন। এবং তাঁরা নজর রাখবেন সেই ব্যক্তি অসম থেকে বেরিয়েছেন কি না।

বাংলায় এসআইআর, কমিশনকে তোপ দাগল তৃণমূল কংগ্রেস

প্রতিবেদন: বাংলার মাটিতে ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধনের নামে বিজেপির ফায়দা লোটার চক্রান্ত শুরু করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। বুধবার দিল্লিতে দেশের সব রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিল জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। সরকারি সূত্রে দাবি, এই বৈঠকেই স্থির হয়েছে আসন্ন পুজোর মরশুমের পরেই বাংলা-সহ বিভিন্ন রাজ্যে এসআইআর করবে নির্বাচন কমিশন। বিহারে কমিশনের এই উদ্যোগ ঘিরে তুমুল বিতর্ক দেখা দিয়েছে। কারণ দেশের শীর্ষ আদালতে এখনও নিষ্পত্তি হয়নি এসআইআর-কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের করা মামলার। কমিশনের অপচেষ্টার তীব্র নিন্দা করেছেন তৃণমূল সাংসদ মালা রায়। বাংলায় এসআইআর প্রয়োগের মাধ্যমে বিজেপিকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনের এই ভাবনা অলীক স্বপ্ন। বাংলার মানুষ তৃণমূলকেই চায়। তৃণমূলই বাংলায় জিতবে, নিরঙ্কুশ প্রাধান্য নিয়ে। তাঁর প্রশ্ন, কীভাবে শীর্ষ আদালতে বিচারাধীন একটি বিষয় নিয়ে হস্তক্ষেপ করছে কমিশন?

দেশ বিদেশ

11 September, 2025 • Thursday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভারত-মার্কিন সম্পর্কের জটিলতা কাটাতে বিবৃতি দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, দীর্ঘ বাণিজ্য জট ছাড়াতে দুই দেশ ভারত ও আমেরিকার মধ্যে আলোচনা চলছে

এশিয়ার পর অশান্তি ছড়াল ইউরোপেও

নেপালের মতোই ফ্রান্সেও সমাজমাধ্যমে বিক্ষোভের ডাক দেওয়া হয়

সেনার নিয়ন্ত্রণে নেপাল, ওলির অপছন্দের প্রাক্তন মহিলা প্রধান বিচারপতি কি অন্তর্বর্তী দায়িত্বে

পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে নির্বাচন, সংবিধান সংশোধন ও সমস্ত দুর্নীতির তদন্ত দাবি

কাঠমান্ডু: চলতি মাসেই ভারত সফরে আসার কথা ছিল কেপি শর্মা ওলির। কিন্তু তার আগেই জেন-জি'র বেনজির বিক্ষোভে প্রধানমন্ত্রীর গদি ছাড়তে হল তাঁকে। বুধবার থেকে অশান্ত নেপালের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে সেনাবাহিনী। মঙ্গলবারের হিংসাত্মক বিক্ষোভ বুধবার কিছুটা স্তিমিত হলেও পরিস্থিতি আদৌ স্বাভাবিক হয়নি। কার্ফু জারি করে কাঠমান্ডু-সহ দেশের সর্বত্র টহল দিচ্ছে নেপালি সেনা। বিক্ষোভ ও অশান্তির আবহে ইতিমধ্যেই জোরালো হচ্ছে বহির্বিশ্বের ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব।

অশান্তির নেপথ্যে বহির্বিশ্বের ষড়যন্ত্র?

মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা সিআইএ অথবা চিনা গুপ্তচর সংস্থার ভূমিকার কথাও তুলছেন অনেকেই। যদিও তা অতিসরলীকরণ বলে মনে করেন কূটনীতিকদের একাংশ। রাজনৈতির পর্যবেক্ষকদের মতে, চিনের বন্ধু ওলির বিরুদ্ধে নেপালের এই জনরোষ স্বতঃস্ফূর্ত। কমিউনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির লাগামছাড়া অভিযোগ উঠেছে। মাত্র ১৭ বছরে ১৪ বার সরকার বদল হলেও আমজনতার হাল ক্রমশ খারাপ হয়েছে। সরকারের উপরতলায় বেলাগাম দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ও কর্মসংস্থানের সার্বিক বেহাল পরিস্থিতির যুবসমাজকে ক্রুদ্ধ করেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় তরুণদের এই ক্ষোভকেই সংগঠিত করেছেন সুদান গুরুং ও বলেন্দ্র শাহর মতো জনপ্রিয় মুখ। সোশ্যাল মিডিয়াই কার্যত অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে নেপালের গণঅভ্যুত্থানে। এই পরিস্থিতিতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসাবে জেন-জি'র প্রথম পছন্দ নেপাল সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন মহিলা প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কি। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রাক্তনী একদা ছিলেন ওলির বিষনজরে। এবার তাঁকে অন্তর্বর্তী প্রধান করার প্রস্তাব সেনাবাহিনী মানে কি না সেটাই এখন দেখার।

পুড়ে খাক কাঠমান্ডুর বিখ্যাত হিলটন হোটেল।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে ফের ছড়াল উত্তাপ। পোল্যান্ডের অভিযোগ, তাদের ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ে কয়েকটি রুশ ড্রোন। রাশিয়ার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে ওয়ারশতে জরুরি ভিত্তিতে সাংবাদিক সম্মেলন করে পোল্যান্ডের সেনাপ্রধান জানান, ন্যাটো-সহযোগীদের সহায়তায় ড্রোনগুলিকে ধ্বংস করা হয়েছে। রুশ ড্রোন ঢুকে পড়ার ঘটনার নিন্দা করছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন সহ ইউরোপের একাধিক দেশ। এদিকে পোল্যান্ডের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে রুশ প্রতিরক্ষামন্ত্রক ভুল স্বীকার করে জানায়, পোল্যান্ডের ভূখণ্ড আদৌ তাদের টার্গেট ছিল না। এ-বিষয়ে পোল্যান্ডের প্রতিরক্ষা মন্ত্রককে আলোচনার বার্তাও দিয়েছে পুতিনের দেশ।

প্যারিস জুড়ে অবরোধ-বিক্ষোভ

নতুন প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব নেওয়ার পরই অস্থিরতা

আগুন, কাঁদানে গ্যাস, গ্রেফতারি

প্যারিস: এবার বিক্ষোভের আগুনে জেরবার ইউরোপের ফ্রান্স। রাজধানী প্যারিস এবং ফ্রান্সের অন্যান্য শহরে বিক্ষোভ সামলাতে ব্যতিব্যস্ত প্রশাসন। ফ্রান্সের নতুন প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব নেওয়ার পরই যেভাবে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ল তাতে অস্বস্তিতে ম্যাক্রোঁ সরকার। রাস্তা অবরোধ করে, আগুন জ্বালিয়ে বুধবার বিক্ষোভ দেখিয়েছে আন্দোলনকারীরা। বিক্ষোভ প্রতিরোধে যথেচ্ছ কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায় পুলিশ।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই বিক্ষোভের লক্ষ্য ছিল প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর ওপর চাপ বাড়ানো। নতুন প্রধানমন্ত্রীকে ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই কঠিন পরিস্থিতির মুখে ফেলাই ছিল আন্দোলনকারীদের মূল উদ্দেশ্য। ফ্রান্সের

অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী ব্রুনো রিটেলো জানান, দেশে অস্থিরতা তৈরির উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত বিক্ষোভের প্রথম কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রায় ২০০ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আন্দোলনকারীরা ডাক দিয়েছিল, 'সবকিছু অবরোধ করো'। সরকারের উপর চাপ তৈরির লক্ষ্যে আন্দোলনের এই স্বঘোষিত উদ্দেশ্য পূরণ না হলেও অনলাইনে ঘোষণা করে শুরু হওয়া আন্দোলন প্যারিসে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। বেনজিরভাবে প্রায় ৮০ হাজার পুলিশ মোতায়েন করা সত্ত্বেও আন্দোলনকারীরা ব্যারিকেড ভেঙে এবং দ্রুত গ্রেফতার হয়ে বিক্ষোভ অব্যাহত রাখে। অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী ব্রুনো রিটেলো জানিয়েছেন, দেশের পশ্চিমের শহর রেনেসে বাসে আগুন দেওয়া হয় এবং একটি পাওয়ার- লাইনের ক্ষতি করা হয়। এর ফলে দক্ষিণ-পশ্চিমের একটি রেললাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তিনি অভিযোগ করেন যে, বিক্ষোভকারীরা পূর্বপরিকল্পিতভাবে 'বিদ্রোহের আবহ' তৈরি করার চেষ্টা করছে। তবে এর পাশাপাশি প্রশাসনের একাংশের বক্তব্য, প্রাথমিকভাবে এই বিক্ষোভ এখনও পর্যন্ত ম্যাক্রোঁর আগের শাসনকালের তুলনায় কম তীব্র। এর আগে ম্যাক্রোঁর প্রথম মেয়াদে 'ইয়েলো ভেস্ট' নামে পরিচিত দেশব্যাপী বিক্ষোভ এবং ২০২২ সালে পুনরায় তিনি নির্বাচিত হওয়ার পর পেনশন সংস্কার ও ২০২৩ সালে এক কিশোরের পুলিশি গুলিতে মৃত্যুর পর দাঙ্গার অভিঘাত বুধবারের বিক্ষোভের তীব্রতাকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। এদিন সকালে বিক্ষোভকারী দলগুলি প্যারিসের বেল্টওয়ে অবরোধ করার চেষ্টা করে। তারা ব্যারিকেড তৈরি করে, পুলিশের দিকে জিনিসপত্র ছুঁড়ে মারে, যান চলাচল বন্ধ করে দেয় এবং শ্লোগান দিতে দিতে অন্যান্য বিক্ষোভ কার্যক্রম চালায়। সোমবার প্রধানমন্ত্রী ফ্রাঁসোয়া বেয়রু পার্লামেন্টে আস্থা ভোটে হেরে যাওয়ার পর ফ্রান্স আবারও সংকটে পড়েছে। ম্যাক্রোঁ মঙ্গলবার নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সেবাস্টিয়ান লেকর্নুকে নিয়োগ করেন। এরপরই এই বিক্ষোভ নতুন প্রধানমন্ত্রীকে একটি বড় চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে। 'ব্লকন্স টুট' বা 'সবকিছু অবরোধ করো' নামের এই আন্দোলনটি সামাজিক মাধ্যম এবং এনক্রিপ্টেড চ্যাটের মাধ্যমে ঝড়ের গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। সমাজমাধ্যমে অবরোধ, ধর্মঘট, বিক্ষোভ এবং অন্যান্য প্রতিবাদের মাধ্যমে সরকার বিরোধী আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। তাৎপর্যপূর্ণভাবে ফ্রান্সের এই আন্দোলনের নেতৃত্বে কোনও নির্দিষ্ট মুখ নেই। বিভিন্ন দাবি সামনে রেখে আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রধান হল বেয়রু সমর্থিত বাজেট পরিকল্পনা বাতিল করা। পাশাপাশি অর্থনৈতিক বৈষম্য নিয়েও অভিযোগ তুলেছে বিক্ষোভকারীরা। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, 'সবকিছু অবরোধ করো' আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ততা 'ইয়েলো ভেস্ট'-এর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। সেই আন্দোলনটি জ্বালানি কর বৃদ্ধির প্রতিবাদে শুরু হয়েছিল, যা পরবর্তীতে দ্রুত অর্থনৈতিক অবিচার এবং ম্যাক্রোঁর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সারা দেশের সব বয়সের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। এবারও আমজনতার পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ দেখল ফ্রান্স।

অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। পাহাড়, জঙ্গল, লেকের পাশাপাশি আছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। দেখতে হলে যেতে হবে ঘাটশিলা। হাওড়া থেকে আছে ট্রেন

কাছে দূরে

পুজোর ভ্রমণ ২

সিল্করুট

পুজোর ছুটিতে পূর্ব সিকিম

পাশের রাজ্য সিকিম। রূপের পশরা সাজিয়ে বসেছে প্রকৃতি। আছে পাহাড়-নদী ঘেরা বেশকিছু ছবির মতো জায়গা। তার মধ্যে পূর্ব সিকিমের জায়গাগুলো ভ্রমণ করলে মন ভাল হয়ে যাবে। পাওয়া যাবে চোখের আরাম। পুজোর ছুটিতে সপরিবার ঘুরে আসতে পারেন। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

ছোট্ট রাজ্য সিকিম। বাঙালি পর্যটকেদের খুবই প্রিয়। পাশের এই রাজ্যের উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম ও পূর্বে আছে বেশকিছু বেড়ানোর জায়গা। দেখে নেওয়া যাক, পূর্ব সিকিমে ভ্রমণ-উপযোগী কী কী জায়গা আছে।

স্বল্প পরিচিত একটি জায়গা পাস্তাংগা। ৪৬৭৬ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। প্রকৃতিপ্রেমীদের নিরাশ করবে না। ভুটানি ভাষায় 'পাসিং টেংখা' থেকে 'পাস্তাংগা' নাম হয়েছে। এর অর্থ বাঁশের জঙ্গলের নিচে। জায়গাটাকে ঘিরে রয়েছে ঘন সবুজ অরণ্য। বিভিন্ন ধরনের ওষুধের গাছ জন্মায়। দেখা মেলে নানা প্রজাতির অর্কিডের। পাহাড়ের ঢালে আদা ও এলাচ চাষ হয়। পাস্তাংগার পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে তোকচেন নদী। এই নদীর তীরে বসে জমিয়ে পিকনিক, মাছ ধরা যায়। সহজ কথায়, পাহাড়ের কোলে, সবুজের মাঝে, নদীর তীরে সময় কাটানোর এক অনবদ্য ঠিকানা। গ্রামের জঙ্গলে ডানা মেলে উড়ে বেড়ায় রঙবেরঙের পাখি ও প্রজাপতি। এখান থেকে হিমালয়ের শৃঙ্গ সেইভাবে দেখা যায় না। খানিক দূরে ঢুঙ্গেলখড়কা বা খেদি গেলে কাঞ্চনজঙ্ঘার দেখা মেলে। পাস্তাংগা থেকে ঢুঙ্গেলখড়কা প্রায় ৪-৫ ঘণ্টার হাঁটা পথ। আর খেদি যেতে হলে দুদিন ট্রেক করতে হবে। যাঁরা শারীরিক ভাবে ফিট, তাঁরাই যেতে পারেন। পাস্তাংগায় রয়েছে ১৫০ বছরের প্রাচীন হেরিটেজ হাউস। রাই ও ভুটিয়া সম্প্রদায়ের তৈরি। হেরিটেজ হাউস নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছে বাঁশ ও কাদা। ঘুরে নেওয়া যায় সুমনিওয়ারি জলপ্রপাত।

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে পাস্তাংগার দূরত্ব ১২২ কিলোমিটার। গাড়ি রিজার্ভ করলে ভাড়া পড়বে মোটামুটি ৪০০০ টাকা। গ্যাংটক থেকে দূরত্ব ২৫ কিলোমিটারে মতো। পাকইয়ং থেকে দূরত্ব ১৩ কিলোমিটার। দুই জায়গা থেকে টানা গাড়িতে গেলে খরচ পড়বে মোটামুটি ১০০০-১২০০ টাকা। আছে হোমস্টে এবং হোটেল। থাকা-খাওয়ার কোনও অসুবিধা হবে না।

যাওয়া যায় সিংতাম। ৩০০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। নিভৃত অবকাশযাপনে পাহাড়ের সঙ্গে নদীর যুগলবন্দি উপভোগ করতে হলে এটা হতে পারে আদর্শ ঠিকানা। উপত্যকার বুক চিরে বয়ে চলেছে অপূর্ব রিশি বা রেশি নদী। উচ্ছল সেই নদীর সর্পিল যাত্রাপথকে আকর্ষণীয় করে তোলে নদীর বুকে ওঠা ছোট ছোট ঢেউয়ের নিরন্তর প্রবাহ। চোখে পড়ে মঠ, কমলালেবুর বাগান। দূষণ

আরিতার লেক

এখানে নেই বললেই চলে।

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে সিংতাম ৯০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। গাড়ি রিজার্ভ করলে ভাড়া পড়বে ৩০০০-৩৫০০ টাকার মতো। কম খরচে যেতে চাইলে শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটকগামী শেয়ার জিপ বা বাসে নামতে হবে রংপো। সেখান থেকে অন্য গাড়ি ভাড়া করে পৌঁছানো যায় ১৪ কিলোমিটার দূরের সিংতাম। থাকার জন্য আছে রিসর্ট। স্বাদ নেওয়া যায় স্থানীয় খাবারের।

দারুণ জায়গা আরিতার। ৪৬০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত একটি লেক। আসল নাম লামপোখরি। তবে পর্যটকমহলে পরিচিত আরিতার নামেই। চারপাশে উঁচু পাহাড়ে ঘেরা। পান্নাসবুজ জলের লেকে প্যাডেল-বোটে ভেসে বেড়ানো যায়। লেকের চারপাশ দিয়ে বাঁধানো রাস্তা ধরে প্রদক্ষিণও করেও নেওয়া যায় পুরো লেকটি। তবে স্থানীয় রীতি মেনে, বাঁ দিক থেকে হাঁটা শুরু করে ডানপ্রান্তে এসে শেষ করতে হয়। লেকের কাছ থেকেই আলাদা হওয়া চড়াই রাস্তা ধরে পৌঁছে যাওয়া যায় মাংখিম। ৬৫০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। মাংখিম থেকে এক দিকে যেমন দেখা যায় পুরো আরিতার লেকটি, অন্য দিকে দূর আকাশে নজরে পড়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও অন্যান্য তুষারশৃঙ্গের সুন্দর দৃশ্য।

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে আরিতার লেকের দূরত্ব ১১০ কিলোমিটার। যেতে হয় রংপো হয়ে। গাড়ি রিজার্ভ করলে ভাড়া পড়বে ৩০০০-৩৫০০ টাকার মতো। এছাড়া গ্যাংটকগামী শেয়ার জিপ বা বাসে রংপো এসে, সেখান থেকেও গাড়ি ভাড়া করে আরিতার পৌঁছনো যায়। তাতে খরচও খানিকটা কম হয়। রিসর্টে থাকা যায়। পাওয়া যায় স্থানীয় খাবার।

ছবির মতো একটি জায়গা সিল্করুট। যেন মেঘের দেশ। অতীতে এই পথেই ভারত থেকে তিব্বত হয়ে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বাণিজ্য চলত। বৈচিত্র্যের জন্য এই পথ পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় হিসাবে বিবেচিত। লিংতাম থেকে যাত্রা শুরু করে পদমচেন, জুলুক হয়ে পৌঁছনো যায় থাম্বি ভিউ পয়েন্ট। ১১,২০০ ফুট উচ্চতা থেকে এক দিকে যেমন দেখতে পাওয়া যায় কাঞ্চনজঙ্ঘা ও অন্যান্য তুষারশৃঙ্গের দারুণ দৃশ্য, অন্যদিকে, ফেলে আসা পথের প্রতিটা বাঁকের একত্রিত দৃশ্যও নজর কাড়বে। থাম্বি ভিউ পয়েন্টের পরের বাঁকেই অবস্থিত ধুপিদাঁড়া। উচ্চতা ১১৩০০ ফুট। এখান থেকেও ভারি চমৎকার দেখায় কাঞ্চনজঙ্ঘা-সহ সমগ্র তুষারশৃঙ্গশ্রেণিকে।

নিউ জলপাইগুড়ি এবং গ্যাংটক থেকে যাওয়া যায়। এখানে হোমস্টে আছে থাকা ও খাওয়ার জন্য। সবমিলিয়ে পূর্ব সিকিমের এই জায়গাগুলোয় রূপের পশরা সাজিয়ে বসেছে প্রকৃতি। কয়েকদিন ঘুরে বেড়ালে মন ভাল হয়ে যাবে। পাবেন চোখের আরাম। পুজোর ছুটিতে সপরিবার ঘুরে আসতে পারেন।

সিংতাম

মাঠে ময়দানে

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
11 September, 2025 • Thursday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

বাঁদরে খুবলে নিয়েছিল মাংস, রিঙ্কুর বাঁ হাতের ওজন ডান হাতের থেকে এক কেজি কম!

পর্তুগালের জয়ের দিনে নতুন রেকর্ড রোনাল্ডোর

নরওয়ের ১১ গোলে হালান্ডেরই ৫

বুদাপেস্ট, ১০ সেপ্টেম্বর : ফুটবল ইতিহাসের আরও একটি রেকর্ড নিজের দখলে নিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। হাঙ্গেরিকে ৩-২ গোলে হারিয়েছে পর্তুগাল। ম্যাচে দলের দ্বিতীয় গোলটি করার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে সবথেকে বেশি গোল করার রেকর্ড এখন যুগ্মভাবে রোনাল্ডোর দখলে। গুয়েতেমালার কার্লোস রুইজ এবং রোনাল্ডো দু'জনেই ৩৯টি করে গোল করেছেন। আর একটি গোল করলেই রুইজকে ছাপিয়ে যাবেন সিআর সেভেন।

হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ম্যাচে ২১ মিনিটেই পিছিয়ে পড়েছিল পর্তুগাল। হাঙ্গেরির গোলদাতা বার্নবাস ভার্গা। যদিও ৩৬ মিনিটে বের্নার্দো সিলভার গোলে ১-১ করে দিয়েছিল পর্তুগাল। ৫৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ২-১ করেন রোনাল্ডো। যা আন্তর্জাতিক ফুটবলে রোনাল্ডোর ১৪১তম গোল। সব মিলিয়ে কেরিয়ারের ৯৪৩তম। এক হাজার গোলের মাইলস্টোনে পৌঁছতে আর চাই ৫৭টি গোল। ৮৪ মিনিটে ২-২ করে দিয়েছিলেন ভার্গা। তবে দু'মিনিটের মধ্যেই জোয়াও ক্যানসেলোর গোলে জয় নিশ্চিত করে ফেলে পর্তুগাল।

বাঁদিকে হালান্ড, ডানদিকে রোনাল্ডো।

বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের অন্য একটি ম্যাচে মলডোভাকে ১১-১ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে নরওয়ে। একাই হ্যাটট্রিক-সহ পাঁচ গোল করেন আর্লিং হালান্ড। এছাড়া চারটি গোল করেছেন থিলো আসগার্ড। একটি করে গোল করেছেন ফেলিক্স হোম এবং মার্টিন ওডেগার্ড। আন্তর্জাতিক ফুটবলের এটি নরওয়ের সবথেকে বড় ব্যবধানে জয়ের নজির। এবারের ইউরোপিয়ান বাছাই পর্বে সবথেকে বড় জয়।

অন্য একটি ম্যাচে আইসল্যান্ডের বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়েও ২-১ গোলে জিতেছে ফ্রান্স। ম্যাচের ২১ মিনিটে আন্দ্রে গুডইয়োনসনের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল আইসল্যান্ড। কিন্তু বিরতির আগেই পেনাল্টি থেকে গোল করে ১-১ করে দেন কিলিয়ান এমবাপে। এই গোলের সুবাদে কিংবদন্তি থিয়েরি অঁরিকে (৫১ গোল) টপকে ফ্রান্সের সর্বোচ্চ গোলদাতাদের তালিকার দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছেন এমবাপে (৫২ গোল)। তাঁর সামনে এখন শুধুই অলিভার জিরুঁ (৫৭ গোল)। বিরতির পর ফ্রান্সের জয়সূচক গোলটি করেন ব্র্যাডলি বারকোলা। এই জয়ের সুবাদে ২ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে 'ডি' গ্রুপের শীর্ষে রইল ফ্রান্স।

বহু ব্যালনের স্বপ্ন ইয়ামালের

মাদ্রিদ, ১০ সেপ্টেম্বর : ২০২৫ সালের ব্যালন ডি'অর জয়ের দৌড়ে অন্যতম ফেভারিট লামিনে ইয়ামাল। ২২ সেপ্টেম্বর প্যারিসে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান। স্পেনের ওয়ান্ডারকিডের সঙ্গে ব্যালনের পুরস্কার মঞ্চে তীব্র লড়াই হবে পিএসজি-কে ত্রিমুকুট জেতানো ওসমানে ডেম্বেলের। ফরাসি ক্লাবটির ইতিহাসে প্রথমবার উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ে বড় অবদান রয়েছে ডেম্বেলের। ইয়ামাল স্বপ্ন দেখছেন এবারই গোল্ডেন বল হাতে তুলতে। তবে একটি ব্যালনেই সন্তুষ্ট থাকতে চান না ইয়ামাল। মেসি-রোনাল্ডোর পথে গিয়ে আঠারোর কিশোর চান, কেরিয়ারে অনেক ব্যালন জিততে। এবারই সেরা ফুটবলারের সর্বোচ্চ সম্মান জিততে সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে ব্যালন জয়ের কীর্তি গড়বেন ইয়ামাল। সেরা খেলোয়াড়দের তালিকায় নাম তুলে ফেলা ইয়ামাল একটি পডকাস্টে বলেন, আমার বন্ধুদের বলেছি, আমি একটি ব্যালনের স্বপ্ন দেখি না। অনেকগুলো জেতার স্বপ্ন দেখি। এগুলো অর্জনের ক্ষমতা আমার রয়েছে। আমি এগুলো অর্জন করতে না পারলে বলব, ঠিক পথে ছিলাম না। আশা করি, কেরিয়ারে এমন দিন নিশ্চয় আসবে যখন আমি অনেকগুলো ব্যালন জিততে পারব। সেদিন আমি হব সবথেকে সুখী মানুষ। তার আগে আরও ভাল খেলতে হবে, দলকে জেতাব এবং সাফল্য অর্জনের চেষ্টা চালিয়ে যাব।

কোরিয়ার গোলমুখে ভারতের হানা। বুধবার এশিয়া কাপ হকিতে।

কোরিয়াকে চার গোল দিয়ে শুরু সুপার ফোর

হাংঝাউ, ১০ সেপ্টেম্বর : পুরুষদের হকিতে সদ্য এশিয়া সেরা হয়েছে ভারত। এবার মহিলা এশিয়া কাপ হকিতেও দারুণ ফর্মে ভারতের মেয়েরা। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সুপার ফোরে উঠেছিলেন সঙ্গীতা কুমারীরা। বুধবার সুপার ফোর অভিযান শুরু করলেন গতবারের রানার্স আপ দক্ষিণ কোরিয়াকে ৪-২ গোলে হারিয়ে। অসাধারণ পারফরম্যান্সের জন্য ম্যাচের সেরা সঙ্গীতা।

খেলা শুরুর দু'মিনিটের মধ্যেই ১-০ গোলে এগিয়ে গিয়েছিল ভারত। পেনাল্টি কর্নার থেকে উদিতার জোরালো হিট রুখে দিয়েছিলেন কোরিয়ান গোলকিপার। কিন্তু ছিটকে আসা বল সহজেই জালে জড়ান বৈষ্ণবী ফালকে। পিছিয়ে পড়ে পাল্টা আক্রমণে ঝাঁপিয়েছিল কোরিয়া। কিন্তু ভারতীয় রক্ষণ জমাট থাকায় কোনও বিপদ ঘটেনি। বিরতির সময় এক গোলে এগিয়ে থেকেই মাঠ ছেড়েছিল ভারত। তৃতীয় কোয়ার্টার শুরুর তিন মিনিটের মধ্যেই ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ভারত। এবার গোল করেন সঙ্গীতা। যদিও এক মিনিটের মধ্যেই পেনাল্টি কর্নার থেকে ব্যবধান কমিয়েছিলেন কোরিয়ার কিম যু জিন। ৪০ মিনিটে ভারতকে ৩-১ গোলে এগিয়ে দেন লালরেমসিয়ামি। তবে পিছিয়ে পড়েও লড়াই ছাড়েনি কোরিয়া। ৫৩ মিনিটে ফের পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করে ২-৩ করেন কিম। যদিও ৫৯ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করে ভারতের জয় নিশ্চিত করেন রুতুজা দাদাসো। বৃহস্পতিবার সুপার ফোরের দ্বিতীয় ম্যাচে চিনের মুখোমুখি হবেন ভারতীয় মেয়েরা।

হেরে বাছাই পর্ব শেষ আর্জেন্টিনার

হার ব্রাজিলেরও

গুয়াকিল ও এল আল্টো, ১০ সেপ্টেম্বর : বুধবার ভোরে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের শেষ ম্যাচে হেরে গেল আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল! বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা অ্যাওয়ে ম্যাচে ০-১ গোলে হেরেছে ইকুয়েডরের কাছে। অন্যদিকে, পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলকে ১-০ গোলে হারিয়েছে বলিভিয়া।

ইকুয়েডর ম্যাচে মেসিকে বিশ্রাম দিয়েছিলেন লিওনেল স্কালোনি। বিশ্বকাপের মূলপর্ব আগেই নিশ্চিত করে ফেলায়, প্রথম একাদশে বেশ কিছু বদলও করেছিলেন আর্জেন্টিনা কোচ। কিন্তু ৩১ মিনিটেই লাল কার্ড দেখে বসেন আর্জেন্টিনা অধিনায়ক নিকোলাস ওটামেন্ডি। তার আগেই অবশ্য গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্টিনেজের সৌজন্যে দু'বার গোল খেতে খেতে বেঁচে গিয়েছিল আর্জেন্টিনা। ১০ জনে হয়ে যাওয়ার পর, আরও ছন্নছাড়া দেখিয়েছে স্কালোনির দলকে। প্রথমার্ধের সংযুক্ত সময়ে পেনাল্টি আদায় করে নেয় ইকুয়েডর। গোল করতে ভুল করেননি এনের ভ্যালেন্সিয়া।

লাল কার্ড দেখছেন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক ওটামেন্ডি।

তবে এই পেনাল্টির সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। আর্জেন্টিনা বক্সে উড়ে আসা বলের জন্য লাফিয়েছিলেন নিকোলাস তালিয়াফিকো ও ইকুয়েডরের অ্যাঞ্জেলো প্রিসিয়াদো। তালিয়াফিকোর কনুই লাগে প্রিসিয়াদোর মুখে। রেফারি ফাউলের বাঁশি না বাঁচালেও, ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি জানিয়ে দেন ওটা পেনাল্টি। দ্বিতীয়ার্ধে খেলা শুরুর মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই লাল কার্ড দেখেন ইকুয়েডরের মিডফিল্ডার ময়জেস কাইসেদো। দু'দলই ১০ জনে হয়ে যাওয়ার পর, দাপট দেখাতে শুরু করে আর্জেন্টিনা। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও গোল শোধ করতে পারেননি স্কালোনির ফুটবলাররা। এদিকে, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪ হাজার ১৫০ মিটার উঁচু এল আল্টো স্টেডিয়ামে বলিভিয়ার মুখোমুখি হয়েছিল ব্রাজিল। শুরু থেকে সেলেকাওদের চাপে রেখে জয় ছিনিয়ে নেয় বলিভিয়া। প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে পেনাল্টি থেকে বলিভিয়ার জয়সূচক গোলটি করেন মিগুয়েল তেরকেরোস।

ছিটকে গেলেন সিন্ধু

হংকং, ১০ সেপ্টেম্বর : গত মাসে বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে ফর্মে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। কিন্তু হংকং ওপেন সুপার ৫০০ টুর্নামেন্টের শুরুতেই হার পিভি সিন্ধুর। বুধবার জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী ভারতীয় শাটলার প্রথম রাউন্ডেই ২১-১৫, ১৬-২১, ১৯-২১ গেমে হেরে গেলেন ডেনমার্কের অবাছাই খেলোয়াড় লাইন ক্রিস্টোফারসেনের কাছে। তবে সিন্ধুর ব্যর্থতার দিনে জয় পেয়েছেন আরও দুই ভারতীয় তারকা লক্ষ্য সেন এবং এইচ এস প্রণয়। চিনা শাটলার ওয়াং জু উইয়ের বিরুদ্ধে প্রথম রাউন্ডে মুখোমুখি হয়েছিলেন লক্ষ্য। তিন গেমের লড়াইয়ের পর, ২২-২০, ১৬-২১, ২১-১৫ ব্যবধানে ম্যাচ জিতে ছেলেদের সিঙ্গলসের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন লক্ষ্য। অন্যদিকে, প্রণয়ের প্রতিপক্ষ ছিলেন বিশ্বের ১৪ নম্বর লু গুয়াং জু। মাত্র ৪৪ মিনিটে চিনা শাটলারকে সরাসরি গেমে হারিয়ে বড় চমক দিলেন প্রণয়। ভারতীয় শাটলার ম্যাচ জিতে নেন ২১-১৭, ২১-১৪ ব্যবধানে। ফলে লক্ষ্যর মতো তিনিও ছেলেদের সিঙ্গলসের শেষ ষোলোয় উঠেছেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

11 September, 2025 • Thursday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বৃহস্পতিবার

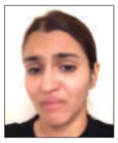

নেপালে ভলিবল লিগ করতে গিয়ে বিপদে পড়েছেন ভারতীয় ভলিবল খেলোয়াড় উপাসনা। উদ্ধারের আর্জি জানিয়েছেন

অবনমন বাঁচল মহামেডানের

প্রতিবেদন : কলকাতা লিগের অবনমন পর্বে বুধবার বারাকপুর স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল মহামেডান স্পোর্টিং ও সাদার্ন সমিতির। মহামেডানের ফুটবলাররা মাঠে থাকলেও দল নামায়নি সাদার্ন। নিয়মানুযায়ী ওয়াকওভার পাচ্ছে মহামেডান। ফলে তিন গোল ও তিন পয়েন্ট পাবে মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুর দল। অবনমন নিশ্চিত হয়ে গেল সাদার্নের। আইএফএ-র লিগ সাব কমিটির সভায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। কেন দল নামাল না সাদার্ন? মঙ্গলবারই আইএফএ-কে চিঠি দিয়ে সাদার্ন সমিতির সচিব সৌরভ পাল জানান, কলকাতা লিগে ম্যাচ গড়াপেটা নিয়ে অভিযোগের তদন্ত শেষ না হওয়ার আগে যেন লিগের ম্যাচ আয়োজন করা না হয়। পাল্টা চিঠিতে সাদার্নকে আইএফএ লেখে, সভা নিশ্চয় হবে। তারজন্য ম্যাচের দিন বদলানো যাবে না। বুধবার আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত বললেন, অবনমন এড়ানোর কৌশলেই লিগ বন্ধ করার দাবি জানাচ্ছে সাদার্ন।

স্বামী বিবেকানন্দ কাপ

প্রতিবেদন : বৃহস্পতিবার স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার ১৩৩ বছর স্মরণে এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতর এবং আইএফএ-এর যৌথ উদ্যোগে 'স্বামী বিবেকানন্দ কাপ' জেলা ক্লাব ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের উদ্বোধন করবেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

বোর্ডকে নোটিশ

দেরাদুন : ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে নোটিশ পাঠাল উত্তরাখণ্ড হাইকোর্ট। অভিযোগ উত্তরাখণ্ড ক্রিকেট সংস্থা কলা কেনার জন্য ৩৫ লক্ষ টাকা খরচ করেছে! এছাড়াও আরও কিছু আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগও উঠেছে। এই ব্যাপারে বিসিসিআইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নোটিশ পাঠিয়েছে আদালত। ঘটনা হল, ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে উত্তরাখণ্ড ক্রিকেট সংস্থা যে আর্থিক হিসাব পেশ করেছে, তাতে দেখানো হয়েছে শুধু ক্রিকেটারদের জন্য কলা কেনার খরচ ৩৫ লক্ষ টাকা। ওই রিপোর্টে আরও দেখানো হয়েছে, অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য খরচ ৬.৪ কোটি।

নূপুরের পদক

লিভারপুল : বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে প্রথম পদক নিশ্চিত করল ভারত। বুধবার মেয়েদের হেভিওয়েট বিভাগের সেমিফাইনালে উঠেছেন বক্সার নূপুর শেওরান। শেষ চারে হারলেও নূপুরের ব্রোঞ্জ পাওয়া নিশ্চিত।

আজ শুরু লিগের খেতাবি লড়াই

মরিয়া ডায়মন্ড হারবার, ঘরের মাঠে চিন্তায় বিনো

ডায়মন্ড হারবারের নতুন দুই ফুটবলার অমরনাথ ও রাজেশ। (পাশে) ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে বিষ্ণু। বুধবার।

প্রতিবেদন : কলকাতা লিগের চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ড শুরু হচ্ছে বৃহস্পতিবার। জোড়া ম্যাচ প্রথম দিন। নৈহাটি স্টেডিয়ামে ডায়মন্ড হারবার এফসি মুখোমুখি হচ্ছে সুরুচি সংঘের। অন্য ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল খেলবে লিগে অভিষেকেই নজরকাড়া ইউনাইটেড কলকাতার বিরুদ্ধে। এবারের ঘরোয়া লিগে প্রথমবার ঘরের মাঠে খেলবে ইস্টবেঙ্গল। কলকাতা লিগ ফিরছে ময়দানে। দু'টি ম্যাচই শুরু দুপুর ৩টেয়।

ডায়মন্ড হারবার 'বি' গ্রুপে রানার্স হয়ে সুপার সিক্সে খেলছে। তাদের প্রতিপক্ষ সুরুচি 'এ' গ্রুপের রানার্স হয়ে উঠেছে চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডে। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাবের বিরুদ্ধে নামছে ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ক্লাব সুরুচি। যদিও ক্লাবের ফুটবল দলটি দেখেন মন্ত্রীর ভাই তথা আইএফএ-র অন্যতম সহসভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস। সুরুচিকে প্রচণ্ড সমীহ করছে ডায়মন্ড হারবার। ইস্টবেঙ্গলের গ্রুপ থেকে দ্বিতীয় হয়ে সুপার সিক্সে উঠেছে তারা। তবে আসন্ন আই লিগকে পাখির চোখ করে এগোনো অভিষেকের ডায়মন্ড হারবার প্রথমবার কলকাতা লিগ ঘরে তুলতে মরিয়া। কিবু ভিকুনার পরামর্শ মেনে নতুনদের তুলে আনতে জুনিয়রদের দেখে নিচ্ছেন ডায়মন্ড হারবারের কলকাতা লিগের কোচ দীপাঙ্কুর শর্মা। সুপার সিক্স রাউন্ডের জন্য দুই নতুন ফুটবলার সই করিয়েছে ডায়মন্ড। এবারের কলকাতা লিগেই ডায়মন্ড হারবারের বিরুদ্ধে ভাল খেলা রেনবোর উইঙ্গার অমরনাথ বাস্কে এবং পিয়ারলেসের মিডফিল্ডার রাজেশ রাজভর। দু'জনকে রেখেই সুরুচি-বধের রণকৌশল সাজাচ্ছেন কোচ দীপাঙ্কুর। তিনি বলেন, সুপার সিক্সের তিনটি ম্যাচকে তিন ফাইনাল হিসেবে দেখছি আমরা। প্রতিপক্ষকে সমীহ করেই জিততে চাই।

মরশুমে প্রথমবার ঘরের মাঠে নিজেদের সমর্থকদের সামনে খেলতে নামছে ইস্টবেঙ্গল। প্রতিপক্ষ ইউনাইটেড কলকাতার বিরুদ্ধে কঠিন লড়াইয়ের আগে লাল-হলুদ কোচ বিনো জর্জের চিন্তা বাড়িয়েছে চোট ও কার্ড সমস্যা। চোটের কারণে সৌভিক চক্রবর্তীকে পাবে না দল। চোট সারিয়ে পুরো ফিট নন জেসিন টিকেও। কার্ড সমস্যায় ইস্টবেঙ্গল পাবে না গোলকিপার দেবজিৎ মজুমদার ও ডার্বির নায়ক সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তবে ডেভিড, এডমুন্ডদের নিয়ে ঘরের মাঠে সমর্থকদের সামনে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী ইস্টবেঙ্গল কোচ।

একমাসেই ফিরতে চান কামিন্স

নয়াদিল্লি, ১০ : কবে মাঠে ফিরবেন তিনি জানেন না। কিন্তু আগামি ৪-৬ সপ্তাহের মধ্যে ফিট হয়ে বোলিং শুরু করতে চান অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স।

গত জুলাই মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের সময় থেকে পিঠের সমস্যায় ভুগছেন কামিন্স। প্রথমে ব্যাপারটা সিরিয়াস মনে না হলেও পরে দেখা যায় সেটা গুরুতর সমস্যাই। লাম্বার বোন স্ট্রেসে ভুগছেন তিনি। লম্বা সময় বিশ্রামে থাকতে হবে। এই সময় কামিন্স বল করা দূরে থাক, দৌড়তেও পারবেন না।

এদিকে, ২১ নভেম্বর পারথে অ্যাসেজের প্রথম টেস্ট শুরু হবে। কামিন্স প্রথম টেস্টেই মাঠে নামতে চান। সেইজন্য ৪-৬ সপ্তাহের মধ্যে তিনি বোলিং শুরু করতে চান। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার স্পনসরশিপ অনুষ্ঠানে কামিন্স বলেছেন, হয়তো ৪ সপ্তাহ বাইরে থাকতে হবে। সেটা ৬ সপ্তাহও হতে পারে। তবে আমি এটা নিয়ে খুব বেশি ভাবিনি।

এরপর কামিন্স বলেছেন, আমাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে। দেখি ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়। আমাদের হাতে অনেকটা সময় আছে। তার আগে সামনের ক'টা সপ্তাহ খুব হাল্কা যাবে আমার জন্য। খুব বেশি দৌড়নোর ব্যাপার নেই। আর বোলিংয়ের তো প্রশ্নই ওঠে না।

কামিন্স না খেললে স্কট বোল্যান্ড হয়তো তাঁর জায়গা নেবেন। অস্ট্রেলিয়ার বাকি বোলিং হল স্টার্ক, হ্যাজলউড ও লিয়ন। রিচার্ডসন, নিসার, ডগেট, সিন অ্যাবটদের নামও করেছেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক। শেফিল্ড শিল্ডে এরা সবাই ভাল করতে চাইবেন বলে কামিন্সের ধারণা।

সেরা দল নিয়েই খেলবে দুই প্রধান

সুপার কাপ

প্রতিবেদন : সুপার কাপে পূর্ণশক্তির দল নিয়েই খেলবে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল। এআইএফএফ-এর তরফে আইএসএলের ক্লাবগুলিকে চিঠি দিয়ে বলা হয়েছিল, বৃহস্পতিবার ১১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সুপার কাপে খেলার ব্যাপারে সম্মতি জানাতে। সূত্রের খবর, দুই প্রধান টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের ব্যাপারে তাদের সম্মতি জানিয়ে দিতে চলেছে।

মোহনবাগান এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এ খেলবে। ১৬ সেপ্টেম্বর অভিযান শুরু করছে জোসে মোলিনার দল। ২৫ অক্টোবর থেকে ২২ নভেম্বর সুপার কাপের উইন্ডো রাখা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে মোহনবাগানের এসিএল টু-র ম্যাচ রয়েছে ৪ নভেম্বর ঘরের মাঠে। এছাড়া ২১ অক্টোবর ও ২৫ নভেম্বর এসিএল টু-র অ্যাওয়ে ম্যাচ রয়েছে লিস্টন কোলাসোদের। মোহনবাগান দেশের প্রতিনিধিত্ব করবে। তাই ক্লাবের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ম্যাচের সূচিকে অগ্রাধিকার দিয়েই সুপার কাপে মোহনবাগানের ম্যাচ ফেলতে চায় ফেডারেশন। সবুজ-মেরুন ম্যানেজমেন্ট সূত্রে খবর, এসিএলের মধ্যে সুপার কাপের ম্যাচ হলেও সেরা দল নিয়েই খেলার ভাবনা ক্লাবের।

ছুটির মেজাজে সাহাল-মনবীররা।

ইস্টবেঙ্গলও পূর্ণশক্তির দল নিয়ে সুপার কাপে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে ক্লাবের তরফে ফেডারেশনকে চিঠি দিয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে, টুর্নামেন্ট কী ফরম্যাটে হবে, ক'জন বিদেশি খেলানো যাবে, কোথায় হবে খেলা। এছাড়া আরও কিছু বিষয় নিয়েও নিশ্চিত হতে চেয়েছে ইস্টবেঙ্গল।

দুরন্ত সুলঞ্জনা, মূলপর্বে বাংলা

হ্যাটট্রিক সুলঞ্জনার।

প্রতিবেদন : মেয়েদের সিনিয়র জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে অপ্রতিরোধ্য বাংলা। দাপটে ফর্ম অব্যাহত রেখে আবারও হ্যাটট্রিক করলেন সুলঞ্জনা রাউল। বাংলারও জয়ের হ্যাটট্রিক। বুধবার কৃষ্ণনগরে গ্রুপের শেষ ম্যাচে সিকিমকে ৫-১ গোলে উড়িয়ে প্রতিযোগিতার মূলপর্বে চলে গেল বাংলা। তিন ম্যাচে ৯ পয়েন্ট মেয়েদের। আগামী মাসে ছত্তিসগড়ে মূলপর্বের খেলা। মেঘালয়ের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে সুলঞ্জনার হ্যাটট্রিকের সৌজন্যেই ৭-০ গোলে জিতে অভিযান শুরু করেছিল বাংলা। পরের ম্যাচে রিম্পা হালদারের হ্যাটট্রিকে একই ফলে (৭-০) রেলকে বিধ্বস্ত করে বাংলার প্রমিলা ব্রিগেড। এদিন শেষ ম্যাচেও একইরকম দাপট দেখিয়ে সিকিমকে চূর্ণ করলেন রিম্পা, সুলঞ্জনারা। ম্যাচের ৮ মিনিটেই বাংলাকে এগিয়ে দেন সুলঞ্জনা। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে সিকিম সমতা ফেরালেও আর তারা বাংলার দাপটের সামনে প্রতিরোধের প্রাচীর তুলতে পারেনি। ৩৪ মিনিটে রিম্পার ক্রস ধরে দ্বিতীয় গোল করেন সুলঞ্জনা। ৪০ মিনিটে ৩-০ করেন রিম্পা। বিরতির আগেই ৪৩ মিনিটে সাথীর থ্রু ধরে প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় হ্যাটট্রিক করেন সুলঞ্জনা। দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার হয়ে পঞ্চম গোলটি দলের অধিনায়ক সঙ্গীতা বাসফোরের।

মাঠে ময়দানে
11 September, 2025 • Thursday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বার্বাডোজে সিপিএলের ম্যাচ খেলতে গিয়ে ডাকাতদের কবলে পড়লেন সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস প্যাট্রিয়টসের দুই ক্রিকেটার ও কর্তা

কুলদীপে মাত আমিরশাহি

আমিরশাহি ৫৭ (১৩.১ ওভার)
ভারত ৬০-১ (৪.৩ ওভার)
(ভারত ৯ উইকেটে জয়ী)

মধ্যমণি কুলদীপ। ৪ উইকেট বাঁহাতি স্পিনারের। অভিনন্দন সতীর্থদের। বুধবার দুবাইয়ে।

দুবাই, ১০ সেপ্টেম্বর : ভারতের অভিযান শুরুর আগেই রবিচন্দ্রন অশ্বিন এশিয়া কাপে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। ভারতকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়ার মতো কোনও দলই নেই টুর্নামেন্টে। প্রথম ম্যাচে আয়োজক সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে যে ভঙ্গিমায় উড়িয়ে দিল সূর্যকুমার যাদবের ভারত, তাতে অশ্বিনের ধারণা যে অমূলক নয় তা স্পষ্ট। কুলদীপ যাদবের 'ঘূর্ণিঝড়ে' মাত্র ৫৭ রানে অলআউট হয়ে মাঠে অসহায় আত্মসমর্পণ আমিরশাহির। অসম লড়াইয়ে উড়ে গেল মরুদেশের দলটি। ৯৩ বল বাকি থাকতে ৯ উইকেটে জিতে এশিয়া কাপ শুরু ভারতের। অপেক্ষা পাক দ্বৈরথের।

শুরুতে ম্যাচের ট্যাগলাইন ছিল ভারত বনাম ভারত। আমিরশাহির কোচের দায়িত্বে যে ভারতের প্রথম টি-২০ বিশ্বকাপজয়ী দলের হেডস্যার লালচাঁদ রাজপুত। প্রাক্তন টিম ইন্ডিয়া কোচের মন্ত্রে সূর্যদের বিরুদ্ধে কিছুটা লড়াই করবে আমিরশাহি, আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু প্রথমে ব্যাট করতে নেমে কুলদীপ যাদব, শিবম দুবেদের বোলিংয়ের সামনে কার্যত দিশেহারা দেখাল মহম্মদ ওয়াসিমদের।

সূর্য টসে জিতে বিপক্ষকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিল। অধিনায়কের সিদ্ধান্তকে সঠিক প্রমাণ করতে ভারতীয় বোলারদের মধ্যে যেন উইকেট নেওয়ার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়, কে ক'টা উইকেট নিতে পারেন। কুলদীপ একাই চার উইকেট তুলে নেন। ২.১ ওভারে মাত্র ৭ রান দেন বাঁ-হাতি চায়নাম্যান স্পিনার। কুলদীপের ঘূর্ণি সামলাতে কার্যত নাকানিচোবানি খেলেন আমিরশাহির ব্যাটাররা। শিবম মাত্র ৪ রান খরচ করেন তুলেন নিলেন ৩ উইকেট। বরুণ চক্রবর্তী, অক্ষর প্যাটেল একটি করে উইকেট নিলেন। জসপ্রীত বুমরা খেললেন এবং তাঁর ঝুলিতেও একটি উইকেট। আমিরশাহির দুই ওপেনার আলিশান শারাফু ও অধিনায়ক ওয়াসিম ছাড়া কেউ দুই অঙ্কের রান করতে পারেননি। মাত্র ১৩.১ ওভারে ৫৭ রানে গুটিয়ে যায় আমিরশাহির ইনিংস।

মাত্র ৫৮ রান তুলতে ভারতের বেশি সময় লাগার কথা ছিল না। সেটা হয়ওনি। পাওয়ার প্লে-র মধ্যেই খেলা শেষ করল ভারত। দুই ওপেনার অভিষেক শর্মা ও শুভমন গিল ড্রেসিংরুম থেকেই তৈরি হয়ে এসেছিলেন। আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে ঝড়ের গতিতে রান তুলে মাত্র ৪.৩ ওভারেই খেলা শেষ করে দিলেন দুই ব্যাটার। অভিষেক ৩টি বিশাল ছক্কা ও দু'টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ বলে ৩০ রান করে ফেরার পর শুভমন (৯ বলে ২০ নট আউট) ও অধিনায়ক সূর্যকুমার (২ বলে ৭ নট আউট) ম্যাচ ফিনিশ করে দেন।

শাহিনকে পুরনো ছন্দেই দেখছি

বললেন আক্রম

দুবাই, ১০ সেপ্টেম্বর : এশিয়া কাপে চেনা ফর্মেই দেখা যাবে শাহিন আফ্রিদিকে। নাম না করে ভারতকে কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন ওয়াসিম আক্রম। ২০২১ টি-২০ বিশ্বকাপে শেষবার ভারতকে হারিয়েছিল পাকিস্তান। ওই ম্যাচে ভারতীয় টপ অর্ডার একার হাতেই গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন শাহিন। কিন্তু তার পর থেকেই বাঁ হাতি পাক পেসার লাগাতার চোট-আঘাতে ফর্ম হারিয়ে বসেছিলেন।

যদিও এশিয়া কাপের আগে ত্রিদেশীয় সিরিজে শাহিনের বোলিং দেখে মুগ্ধ আক্রম। শুক্রবার ওমান ম্যাচ দিয়ে এশিয়া কাপ অভিযান শুরু করবে পাকিস্তান। রবিবার ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ। আক্রম বলছেন, শাহিন কিন্তু নিজের সেরা ছন্দে ফিরেছে। আমি সম্প্রতি ওকে বোলিং করতে দেখেছি। প্রতিটি বলই ১৪০ কিলোমিটার গতিতে করেছে। রান-আপের সেই ছন্দও ফিরে পেয়েছে।

আক্রমের সংযোজন, শাহিনের বয়স কম। ওর সমস্যা হল, দ্রুত মেজাজ হারিয়ে ফেলে। ওকে এই বিষয়ে উন্নতি করতে হবে। নিজের বোলিংয়ে আরও ফোকাস দিতে হবে। সেটা যদি করতে পারে, আমি নিশ্চিত, বিশ্বের অন্যতম সেরা পেসার হয়ে উঠবে।

এদিকে, হাতে আর মাত্র তিনটে দিন। অথচ ভারত-পাক ম্যাচের সব টিকিট এখনও বিক্রি হয়নি। এর কারণ চড়া দাম। টিকিটের সর্বনিম্ন দাম ৪৭৫ দিরহাম। ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ১১ হাজার টাকা। প্ল্যাটিনাম টিকিটের দাম ৭৫ হাজার টাকা। স্কাই বক্সের টিকিটের দাম ১.৬ লক্ষ টাকা এবং রয়্যাল বক্সের টিকিটের দাম ২.৩ লক্ষ টাকা। সবথেকে দামি ভিআইপি বক্সের টিকিটের দর ২.৫ লক্ষ টাকা। আয়োজকরা অবশ্য আত্মবিশ্বাসী, ম্যাচের আগেই যাবতীয় টিকিট বিক্রি হয়ে যাবে।

সর্বকালের সেরাদের মধ্যে রোহিত পড়ে না

বললেন মঞ্জরেকর

মুম্বই, ১০ সেপ্টেম্বর : রোহিত শর্মা কি ভারতের সর্বকালের সেরা ব্যাটারদের মধ্যে পড়েন? সঞ্জয় মঞ্জরেকর জানাচ্ছেন, না, তিনি সেরাদের মধ্যে পড়েন না। দূরদর্শনের এক অনুষ্ঠানে এসে তিনি বলেছেন, রোহিত অলটাইম ইন্ডিয়ান গ্রেটদের মধ্যে পড়ে না। কারণ, আমরা এখানে সেরাদের নিয়েই আলোচনা করছি। যেমন সুনীল গাভাসকর, শচীন তেন্ডুলকর, রাহুল দ্রাবিড় ও বিরাট কোহলি।

৬৭ টেস্টে ৪,৩০১ রান করে টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন প্রাক্তন অধিনায়ক। ২০১৯-এ শাস্ত্রী ও বিরাট জুটি রোহিতকে ওপেনিংয়ে নিয়ে আসার পর থেকে তিনি অনেক সাফল্য পেয়েছেন। ২০১৯-এর অক্টোবর থেকে ২০২২-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৮ টেস্টে পাঁচটি সেঞ্চুরি-সহ ১,৫৫২ রান করেছিলেন। কিন্তু গাভাসকর, শচীন বা দ্রাবিড়ের মতো ধারাবাহিকতা কখনও ছিল না রোহিতের ব্যাটে।

মঞ্জরেকর বলেছেন, ২০২৩ বিশ্বকাপের পর রোহিতের জন্য মানুষের ভালবাসা অন্য স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল। লোকে দেখেছে রোহিত নিজের কথা না ভেবে শুধু দলের কথা ভেবেছে। এটাই ছিল ওর বিশেষত্ব। এদিনের ক্রিকেটে রোহিতের দাপট দেখাটা ছিল আনন্দদায়ক ব্যাপার। একদিনের ম্যাচে এক ইনিংসে প্রায় ৩০০ রান করে ফেলেছিল। কিন্তু অলটাইম গ্রেটদের কথা তুললে টেস্ট ক্রিকেটে আর একটু ওজনদার ব্যাটারদের নাম আসে। আমার মনে হয় না রোহিত এই ফর্ম্যাটে খুব বড় প্রভাব ফেলেছে।

এদিকে, নতুন মরশুম শুরুর আগে রোহিত ও স্ত্রী রীতিকাকে আলিবাগে ফেরিতে করে ঘুরতে দেখা গেল। সমুদ্রের ধারে প্রচুর সবুজের মধ্যে এখানে রোহিতের একটি ফার্মহাউস রয়েছে। অস্ট্রেলিয়া সফরে যাওয়ার আগে ভারতের ওয়ান ডে অধিনায়ক অনেক ওজন কমিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ায় তিনি ও বিরাট কোহলি কেমন খেলেন সেদিকে নজর রয়েছে ক্রিকেটপ্রেমীদের।

পৃথ্বীর জরিমানা

মুম্বই : তাঁর বিরুদ্ধে চলা শারীরিক নির্যাতনের মামলায় কোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও হাজিরা দেননি। তাই পৃথ্বী শ-কে ১০০ টাকা জরিমানা করা হল। একই সঙ্গে ফের তাঁকে আদালতে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, বছর দুয়েক আগে মুম্বইয়ের এক পানশালায় ঝামেলায় জড়িয়েছিলেন পৃথ্বী। সেই সময় জাতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ এনেছিলেন স্বপ্না গিল নামে এক তরুণী। সেই আবেদনের ভিত্তিতে জবাব দেওয়ার জন্য পৃথ্বীকে বারবার আদালতে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলেও, তিনি তা মানেননি। এর পরেই তাঁকে জরিমানা এবং জবাব দেওয়ার জন্য চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দিলেন বিচারক।

মেলবোর্ন নয়

মেলবোর্ন : মেলবোর্ন থেকে ভারত-অস্ট্রেলিয়া মেয়েদের একদিনের ম্যাচ সরানো হল হোবার্টে। ফ্লাডলাইট লাগানোর কাজ শেষ না হওয়াতেই এই বিপত্তি। ১ মার্চ এই ম্যাচটি হবে তাসমানিয়ার হোবার্টে। মাঝে ভাবা গিয়েছিল এই ম্যাচ হবে জাংশন ওভালে। আর সেটাই হবে এই ভেনুতে প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ। কিন্তু সেটাও সম্ভব হয়নি। মেলবোর্ন থেকে ম্যাচ সরে যাওয়ায় হতাশা জানিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক অ্যালিসা হিলি।

এশিয়া কাপের মান নিয়ে প্রশ্ন

ভারতের উচিত ছিল 'এ' দলকে পাঠানো : অশ্বিন

চেন্নাই, ১০ সেপ্টেম্বর : এশিয়া কাপ টুর্নামেন্টে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মান নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ভারতের প্রাক্তন স্পিনার-অলরাউন্ডার জানিয়েছেন, টুর্নামেন্টকে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক করতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে অন্তর্ভুক্ত করে এটিকে আফ্রো-এশিয়া কাপ করা যেতে পারে। আর এখনকার মতো যদি টুনামেন্ট হয় তাহলে ভারতের 'এ' দল অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। তাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিছুটা বাড়বে। অশ্বিন মনে করেন, এশিয়া কাপের মতো টুর্নামেন্টে শক্তি ও মানের দিক থেকে ভারতের থেকে অনেক পিছিয়ে বাকি দলগুলো।

এশিয়া কাপে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে অশ্বিন বলেছেন, আয়োজকরা দক্ষিণ আফ্রিকাকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে এবং টুর্নামেন্টকে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক করে তুলতে এটিকে আফ্রো-এশিয়া কাপ করতে পারে। এখন যেমন চলছে, তাতে ভারত 'এ' দল অন্তর্ভুক্ত করলে কিছুটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়বে। ভারতের উচিত 'এ' দল পাঠানো। যাতে বাকি দেশগুলি কিছুটা হলেও চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে পারে। আমরা বাংলাদেশ সম্পর্কে কিছু বলিনি। কারণ তাদের নিয়ে কথা বলার কিছু নেই। এই দলগুলো কীভাবে ভারতের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে? ৩৮ বছরের ভারতীয় তারকা আরও বলেন, ২০২৬ টি-২০ বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবে এশিয়া কাপ কোনও মাপকাঠি নয়। আফগানিস্তানের বোলাররা ভারতকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়তে পারে। কিন্তু ভারত যদি ভাল ব্যাট করে ১৭০-এর উপর স্কোর করে, আফগানিস্তান কি সেই রান তাড়া করে জিততে পারবে? প্রায় অসম্ভব! ভারতকে হারানোর একমাত্র উপায় হল কোনওভাবে ১৫৫ রানে আটকে রাখা এবং তারপর সেটা তাড়া করা। টি-২০ ক্রিকেট সাধারণত রোমাঞ্চকর হয়। তবে ভারত সম্ভবত এই এশিয়া কাপও একতরফা ভাবেই জিতবে।